CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

CMYK

JAGARAN ■ 11 September, 2020 ■ আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খুমুলুঙে ১০৩২৩ এর গণঅবস্থান রুখে দিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতকে সমর্থন ফ্রান্সের

জলকামানের কুর্নিশ, ভারতীয় বায়ুসেনায় সংযুক্ত হল রাফাল

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। ভারতীয় বায়ুসেনায় রাফাল যুদ্ধবিমানের সংযুক্তিকরণ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলে।পাশাপাশি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী পদ পাওয়ার জন্য ফ্রান্সের সমর্থন যে রয়েছে তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।হরিয়ানার আম্বালায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলে জানিয়েছেন, দুটি দেশই আজ বড় সাফল্য পেল।

ভারত- ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা সম্পর্কের নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো।ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ফ্রান্সের। বিশ্বজুড়ে ফ্রান্সের সাপ্লাই চেইন এর সাথে ভারতকে যুক্ত করা হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতকে সমর্থন করে ফ্রান্স। উল্লেখ করা যেতে পারে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে হরিয়ানার আম্বালা বায়ু সেনা ঘাঁটিতে জলকামানের কুর্নিশ এর মাধ্যমে বায়ুসেনার আনুষ্ঠানিক ভাবে সংযুক্তিকরণ করা হলো রাফাল যুদ্ধবিমানকে। এই উপলক্ষে সর্বধর্ম প্রার্থনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চ আলো করেছিলেন ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলে।

অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফালের সংযুক্তিকরণ এর ফলে ভারতীয় বায়ুসেনা শক্তিতে অনেকগুণ বেড়ে গেল তা বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পাশাপাশি এই সংযুক্তিকরণ এর মাধ্যমে সামরিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স এবং ভারতের সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিতের ওপর গড়ে উঠলো তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, রাফাল যুদ্ধবিমানের ভারতীয় বায়ুসেনায় সংযুক্তিকরণ এর ফলে ভারত ও ফ্রান্সের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হল। এই সংযুক্তিকরণ গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট বার্তা নিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সালেমায় বাড়িতে ঢুকে নাবালিকাকে ধর্ষণ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করল এক যুবক। ঘটনা সালেমা থানার অন্তর্গত পশ্চিম সিঙ্গিনালা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একই এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ দাসের দীর্ঘ দিন ধরে কুদৃষ্টি ছিল এই নাবালিকার উপর। বুধবার নাবালিকার মা-বাবা বাড়িতে ছিল না।

এই সুযোগে অভিযুক্ত নাবালিকার ঘরে প্রবেশ করে এবং নাবালিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকা বাড়ির লকজনদের ঘটনার বিষয়ে জানায়। বাড়ির লোকজন ঘটনার বিষয়ে জানার পর সালেমা থানায় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। থানায় মামলা হওয়ার পরই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। অভিযুক্ত অভিজিৎ দাসের সন্ধানে তল্লাসি চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

জানা গেছে অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস ক্যাবলের কাজ করে। দীর্ঘ দিন ধরে সে ঐ নাবালিকাকে নানান ভাবে কু-প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে অভিযুক্ত নাবালিকাকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে।

বৃহস্পতিবার এবিভিপি কমলপুর ইউনিট শাখার পক্ষ থেকে নাবালিকা মেয়েটির বাড়িতে যায় এবিভিপি কার্যকর্তারা। পাশাপাশি এদিন তিনজনের এক প্রতিনিধি দল সালেমা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সাথে কথা বলে। এখন পর্যন্ত অভিযুক্ত পলাতক। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায় এবিভিপির কার্যকর্তারা। নাবালিকা ধর্ষণের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খুমুলুঙে ১০৩২৩ এর গণঅবস্থান বিসমিল্লাহতেই রুখে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। জাস্টিস ফর ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের তিন দিনব্যাপী গণঅবস্থান আন্দোলন স্তব্ধ করে দিল পুলিশ। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদর কার্যালয় খুমূলুন এলাকায় এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল আমরা ১০৩২৩ কর্মচারী সংগঠন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জাস্টিস ফর ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা ত্রিপুরা জেলা পরিষদ এর মুখ্য কার্যালয় এলাকায় উদ্যোগ গ্রহণ করে। কয়েক শত আন্দোলনকারী ওই আন্দোলন স্থলে সম্ভবত হওয়ার চেষ্টা করেন।রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসন আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ওই এলাকায় আগে থেকেই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীরা সেখানে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বাধা দেয়।পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বাধা উপেক্ষা করে আন্দোলনকারীরা গণঅবস্থান আন্দোলনে সামিল হওয়ার চেষ্টা করেন। এ নিয়ে আন্দোলনকারী এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয় হয়। তাদেরকে কোন অবস্থান আন্দোলনে শামিল হতে দেওয়া হয়নি। এনিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তারা পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলনকারীদের এবং আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে তারা স্পষ্টভাবেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।তারা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুত বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজনে তারা চাকরির জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত বলে জানান।আন্দোলনকারীরা জানান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি ছয়ের পাতায় দেখুন

মোহনপুরে সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। মোহনপুর পৌর পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ডে প্রতিবেশীদের হামলায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম গৌরী দেবী। আহত মহিলাকে প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জানা গেছে প্রতিবেশী সঙ্গে সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করেই মহিলার ওপর হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে অভিযোগ তাদের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকার জীবন দেব এবং নিরঞ্জন দেবের পরিবারের মধ্যে সীমানা নিয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

খয়েরপুরে নাশকতার আগুনে পুড়ল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। খয়ের পুর দুলুরাগ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বাড়িতে গতকাল রাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষণ দেবের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির একটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত যায়। আগুন লাগার সাথে সাথেই পরিবারের লোকজ চিৎকার করেন। চিৎকার করলে এলাকার লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। স্থানীয় জনগণ এবং দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়। ছয়ের পাতায় দেখুন

অপহৃতা নাবালিকা উদ্ধার পলাতক অপহরণকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। পালাটানা এলাকা থেকে নিখোঁজ এক নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে কাকড়াবন থানার পুলিশ।জানা যায় গত ২৯ আগস্ট পালাটানা এলাকা থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল দীপঙ্কর নামো নামে এক যুবক।এ ব্যাপারে অপরিতা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত যুবকের নাম উল্লেখ করে কাকড়াবন থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কাকড়াবন থানা পুলিশ এ ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করে। এমনকি নাবালিকাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে কাকড়াবন থানার পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অভিযুক্ত অপহরণকারীকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

টুয়েপ নিয়ে অসন্তুষ্ট মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। করোনা পরিস্থিতিতে অর্থ নৈতিক দিক থেকে আক্রান্ত একটা বড় অংশের মানুষ। পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা ভয়ঙ্কর। ব্যাঙ্ক থেকে ঋন দেওয়া এবং তাকে ফেরৎ দেওয়া এই পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়। বাড়ানো হচ্ছে ট্যাঙ্কের অঙ্ক। ভোক্তাদের উপর তাঁর প্রভাব পড়ছে। এই অবস্থায় তাঁর প্রভাব পড়েছে সর্বত্র। টুয়েপের কাজ ২৬ দিনের বেশী কাজ হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার মেলার মাঠ সিপিএম দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ তোলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দে। নতুন করে ৫০ এর উপর ছয়ের পাতায় দেখুন

স্নান করতে গিয়ে মুহুরী নদীর তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ সেপ্টেম্বর।। মুহুরী নদীতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম সুব্রত বৈদ্য।ঘটনাস্থল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজার মহাকুমার বাইখোরা থানা এলাকার কলসি এলাকা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সুব্রত বৈদ্য নামে ওই ব্যক্তির নদীতে স্নান করতে গিয়ে ছিলেন।দীর্ঘক্ষন পরও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।মুহুরী নদীর তীরে গিয়ে তার কোন খোঁজ খবর না পাওয়ায় পরিবারের লোকজন স্থানীয় লোকজনদের বিষয়টি জানান। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনিকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং এনডিআরএফ বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের যৌথ তল্লাশিতে মৃত ব্যক্তির দেহ মুহুরী নদী থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এক রাতে কদমতলায় এগারটি বাড়িত চুরি, বহু সামগ্রী লুটপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর। একই রাতে কদমতলা থানাধীন ইচাইলালছাড়া গ্রামে এগারোটি বাড়িতে সাফাই অভিযান চালিয়ে কদমতলা থানার পুলিশ বাবুদের নজরদারি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চোরের দল।চোরের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন কদমতলা থানা এলাকার স্থানীয় জনগণ।কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের ভূমিকা নিয়ে গুঞ্জন সর্বত্র।ওসির বদলীর দাবি নিয়ে সরব কদমতলা থানা এলাকার সকল স্তরের জনগণ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তঘেঁষা কদমতলা থানাধীন ইচাইলালছাড়া গ্রামে গতকাল রাতে সাফাই অভিযান চালায় নিশিকুটুম্বের দল। সংঘবদ্ধভাবে নিশিকুটুম্বের দল একই রাতে এগারোটি বাড়িতে সাফাই অভিযান চালায় ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২,৩ এবং ৫ নং ওয়ার্ডের স্থানীয় এগারো জন গৃহস্থের বাড়িতে রাতের আধারে সংঘবদ্ধভাবে চোরের দল হানা দিয়ে নগদ অর্থ গয়না ও গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়। যদিও এর পূর্বে পরপর ইচাইলালছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু চোর ধরপাকড়াও করা দূরের কথা ওইসব এলাকায় কদমতলা থানার টহলদারি ব্যবস্থা করেননি কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। কদমতলা থানার অকর্মণ্যতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গতকাল গভীর রাতে সংঘবদ্ধভাবে এগারোটি বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে স্থানীয় পর্যায়ে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা হবে। ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক বৈঠকে জেলার করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, কোভিড আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তাদের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতে হবে। তাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে রোগীরা যাতে

উপযুক্ত পরিষেবা পান তা সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, কোভিড হেলপলাইন সেন্টারটি দিনরাত চালু রাখতে হবে। করোনা আক্রান্ত রোগীরা যাতে সবাই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য সংশ্লিষ্টদের আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সবাই মিলে করোনা মহামারিকে পরাস্ত করতে হবে। তিনি বলেন, করোনা রোগীদের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সোনামুড়া সি এইচ সি কে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কোভিড কেয়ার সেন্টারে রূপান্তরিত করতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈঠকে রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক ছয়ের পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে গেস্ট হাউজে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার এর সমর চৌধুরী স্মৃতি মার্কেটে গেস্ট হাউসের সিঁড়ি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির বাড়ি আগরতলা বলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় লোকজন এবং ব্যবসায়ীরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যা না হত্যাকাণ্ড নিয়ে এলাকায় নানা জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩২৭ ▫ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৫ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজকোষে ঘাটতি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টও জানাইল, বর্তমান অর্থবর্ষে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ কমিতে চলিয়াছে। ব্যাঙ্কের মতে, আনলক পর্ব শুরু হইবার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে গতির সঞ্চার হইতেছিল, বিভিন্ন রাজ্য ফের লকডাউনের পথে হাঁটায় তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে তাহার প্রভাব পড়িবে। কথাটি ভুল নহে, কিন্তু ইহা ভিন্ন রাজ্যগুলির নিকটও উপায়ান্তর নাই। ফলে, এই বাস্তবকে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের পথসন্ধান করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের রিপোর্টে অনুমান করা হইয়াছে, যে হেতু রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, অতএব অদূর ভবিষ্যতে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ কমিবে। বস্তুত, ব্যাঙ্ক রিপোর্ট পেশ করিবার পরে পরেই অর্থমন্ত্রী জানাইলেন, সরকারের হাত ফাঁকা অতএব রাজ্যগুলিকে জিএসটি-র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। সে বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র, কিন্তু এ ক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, বাজারে চাহিদার অভাব যেখানে এতই স্পষ্ট, সেখানে সরকার ব্যয়ে রাশ টানিলে অর্থব্যবস্থার পুনরুত্থানের কী হইবে? মে মাসে ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকা সংস্থানের কথা বলা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যয় যে চার লক্ষ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করে নাই, বিবিধ হিসাবে তাহা স্পষ্ট। অর্থশাস্ত্রীরা জানাইয়াছিলেন, জিডিপি-র অন্তত পাঁচ শতাংশ, অর্থাৎ দশ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা না হইলে আর্থিক বৃদ্ধির হার নেতিবাচক হইবেই। সেই ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত প্রমাণিত হইতেছে। পক্ষকাল পূর্বে ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আরও এক বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মুহূর্তে বাজারে টাকা ঢালা ভিন্ন নিস্তারের আর পথ নাই। তিনি বলিয়াছেন, প্রয়োজনে টাকা ছাপাইয়াও খরচ করিতে হইবে। টাকা ছাপানোর পরামর্শটি কত দূর গ্রহণযোগ্য, তাহা ভিন্ন তর্ক, কিন্তু মানুষের হাতে টাকা না জোগাইলে অর্থব্যবস্থা যে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, তাহা স্পষ্ট।কেন্দ্রীয় সরকার গোড়া হইতেই ঋণের অস্ত্রে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে চাহিয়াছে। সুদের হার কমাইয়া, সুদে ভর্তুকি দিয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করিয়া আশা করিয়াছে, লগ্নি হইবে। সেই আশার মধ্যে একটি সুবিধাবাদ স্পষ্ট ছিল তাহাতে রাজকোষ হইতে খরচ না করিয়াও ত্রাণের ব্যবস্থা করিবার ভানটি বজায় রাখা যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটারি পলিসি কমিটি বুঝাইয়া দিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আর সুদের হার কমিবে না। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে খুচরা বাজারে মূল্যস্ফীতির হার স্বস্তিজনক জায়গায় নাই। অতএব, টাকা খরচ করা ভিন্ন সরকারের হাতে আর উপায় নাই। টাকা জোগাইবে কে? সাধারণ পরিস্থিতিতে সরকার যদি বাজার হইতে ঋণগ্রহণ করে, তবে শিল্পক্ষেত্রের মুশকিল, তাহাদের জন্য যথেষ্ট টাকা পড়িয়া থাকে না। পরিভাষায় যাহাকে বলা হয় ক্রাউডিং আউট। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বেসরকারি ক্ষেত্র ঋণ লইতে অনিচ্ছুক। সুতরাং, সরকার বাজারের নগদ ব্যবহার করিতে পারে। এবং, সেই টাকা খরচ করিবার ক্ষেত্রে একটিই লক্ষ্য হওয়া বিধেয় যে পথে খরচ করিলে সর্বাপেক্ষা দ্রুত বাজারে চাহিদা বাড়িবে, এই মুহূর্তে তাহাই একমাত্র পথ। পরিকাঠামো নির্মাণ বা সংস্কার, অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে এই কাজগুলি যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, আপাতত সেগুলি দ্বিতীয় সারিতে।

রেল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসইউসিআই (সি)-র

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রেল বেসরকারীকরণের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে এসইউসিআই (সি)-র উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ সভা হয়।

খড়গপুর ডিআরএম অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ হয়। ডিআরএমকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন গৌরীশঙ্কর দাস, সুরঞ্জন মহাপাত্র ও ব্রতীন দাস। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর, বেলদা,বালিচক এবং নারায়ণগড় স্টেশনেও স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয় ও স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সভা হয়। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ, স্টেশনের ভিতরের এবং বাইরের ছোট ছোট দোকানদার, হকাররা সভাগুলিতে অংশ নেন।

দলের জেলা সম্পাদক নারায়ণ অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকারের এই বেসরকারিকরণ নীতির সমালোচনা করে বলেন শুধু রেল নয়, ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, কয়লা সহ সর্বত্রই বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত। সাধারণ মানুষের অর্থ, শ্রম, রক্ত, ঘাম, জীবনের বিনিময়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তাকে এভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন করা হচ্ছে। যতদিন না সরকার এই নীতি প্রত্যাহার করবে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী মমতা-প্রশাসনের কাছ থেকে শিখুক, আর্জি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর দফতর 'আত্মনির্ভর অভিযান'-এর জন্য মমতা-প্রশাসনের কাছ থেকে শিখুক। বৃহস্পতিবার টুইট করে এই আর্জি জানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক জানিয়েছেন, প্রশাসনের বিশেষ স্বীকৃতি হিসাবে উপর্যুপরি দু'বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'সবুজ সাথী' এবং 'উৎকর্ষ বাংলা' স্বীকৃতি এসেছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকৃত সাফল্য। প্রধানমন্ত্রীর দফতর 'আত্মনির্ভর অভিযান'-এর জন্য মমতা-প্রশাসনের কাছ থেকে কিছু সূত্র নিক। দিদিই পথ দেখায়।

করোনার বলি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা কাঁটায় কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। করোনা আতঙ্কে একপ্রকার বাড়ি থেকে বেরোনোর দায় হয়ে উঠেছে সকলের। এরই মাঝে কলকাতা পুলিশে করোনা হানা অব্যাহত। ফের করোনা আক্রান্ত হয়ে বলি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে সে কথা।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। ইতিমধ্যেই প্রগতি ময়দান থানা থেকে বড়বাজার থানা পার্ক স্ট্রিট থানা, ময়দান থানা সর্বত্রই হানা দিয়েছে করোনা। কিন্তু তবুও করোনা কে ভয় না পেয়ে ক্রমাগত লড়ে চলেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু এবার লড়তে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর গৌতম মাহাতোর।

আমাদের এবং পড়ুয়াদের চাপে ১২ সেপ্টেম্বর লকডাউন উঠল, দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তাঁদের এবং পড়ুয়াদের চাপে ১২ সেপ্টম্বর প্রস্তাবিত লকডাউন উঠল। বৃহস্পতিবার এই দাবি করল বিজেপি-র তথ্য প্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালব্য।অমিতবাবু টুইটে লেখেন, ক্ষুব্দ পড়ুয়াদের রাগ আর বিজেপির লাগাতার চাপের মুখেই পিসি ১২ইয়ের লকডাউন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন।

রবীন্দ্রনাথের খেলাধুলা

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

'হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে'।....
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

খেলাধুলার কথা বলার আগে রবীন্দ্রনাথ বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতস্রষ্টা, নৃত্যুনাট্যকার, শিল্পী ইত্যাদি। এছাড়া তিনি যে প্রাচ্যের অন্যতম শিক্ষাবিদ একথাও সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর মত একজন দার্শনিক শিক্ষাবিদ খেলাধুলা বিষয়টিকে কীভাবে নিয়েছিলেন তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। অন্যান্য বহু বিষয়ের মত রবীন্দ্রনাথ খেলাধুলা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন , এবং নিজেও রীতিমত প্রতিদিন তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও ক্রিকেট খেলেছেন বলে জানা যায়নি। শান্তিনিকেতনে শিক্ষক রেবাচাঁদ ছিলেন দারুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাই ছাত্রদের ক্রিকেটে উৎসাহী করে তুলতে রেবাচাঁদকে নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলতেন। ইংরেজদের এক শ্রেণির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তরুণ বয়স থেকেই ছিল, তাঁদের সঙ্গে খেলাধুলা আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। এছাড়া স্বাস্থ্য ভালো রাখতেনও তিনি নিয়মিত টেনিস খেলতেন, এমনটাও শোনা গেছে। ১৮৮৯ সালে শোলাপুর থেকে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লিখছেন--- 'সম্প্রতি একদা সন্ধ্যাবেলায় এখানকার ইংরেজ মণ্ডলীর সঙ্গে (টেনিস) খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসে আছি'।

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলায় খোলাধুলার বিশেষ সুযোগ পাননি। ছেলেবেলার সঙ্গিনী লীলার সঙ্গে খেলার সময় বা তেতলার ছাদে থাকার সময় বালক মনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকত কল্পনা প্রবণতা। অন্দরমহলে মেয়েদের নানারমক তাসখেলা দেখেছিলেন কিশোর কবি। সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন মানুষটির জীবনে খোলাধুলার তীব্র আকর্ষণের চিহ্ন সেভাবে আমরা পাই না। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর অকালে যখন স্ত্রী মৃণালিনী দেবী দেহত্যাগ করেন তখন শিশু পুত্র কন্যাদের ভার একলাই সামলাতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় সন্তানদের মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের সুস্থ আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখতে রবীন্দ্রনাথ যত্নশীল হয়েছিলেন। রবীন্দ্র কন্যা মীরা দেবী বাবার সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করেছেন, 'বাবা আমাদের নিয়ে নানারকম (Indoor Games) খেলতেন' একটা ছিল---একটা কোনও লাইন লিখে তার শেষের কথাটা বলে দিতেন, তারপর সেটা দিয়ে আমাদের আবার একটা লাইন লিখতে হত। এমনি করে অনেক সময় বেশ একটা গল্প তৈরি হয়ে যেত'। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে খেলার মধ্যে দিয়ে সন্তানদের মানসিক শক্তি বিকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের খেলা খেলতেন ও তাদের খেলাধুলাতে যোগ দিতেন। শান্তিনিকেতনের প্রাচীনা। ছাত্রী অমিতা সেনের স্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি ---'মহাভারত পড়ানোর ফাঁকে ফঁকে তিনি আমাদের সঙ্গে শব্দের খেলা করতেন। নতুন নতুন শব্দে নতুন নতুন বাক্য রচনা হত'।

ইন্দিরাদেবী তাঁর স্মৃতি গ্রন্থে জানিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় 'প্রমারা' নামে একটি পয়সার খেলা হত। এই 'প্রমারা' সম্পর্কে 'স্মৃতিসম্পুট' -গ্রন্থের শেষে প্রসঙ্গ কথায় বলা হয়েছে ---'প্রমারা' তৎকাল প্রচলিত একটি পয়সার খেলা। অবসর সময়ে জোড়াসাঁকো বাড়ির কেউ কেউ এই খেলায় সময় কাটাতেন, জানা যায়। এই খেলার রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অভ্যস্থ না হলেও দু-একবার যোগ দিয়েছেন। বঙ্গদর্শনে কবি লিখছেন, 'এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজগরি লক্ষ্মী পুজোর রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্তব্য ছিল, সেই রূপ ওই রাত্রে প্রমারা খেলা ও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল'।

প্রথম চৌধুরিকে একটা চিঠিতে লিখছেন, 'শুনে খুশি হবে কালিগ্রামে একত্রে নৌকাবাসকালীন লোকেনের কাছে আমিও দু-একটা (lesson) নিয়েছি'। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'প্রমারা' খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিতাটি-

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি
বাহিরে ঝড় বাতাস,
জান্‌লা রুধি ঘরে জ্বালায়ে বাতি
বন্ধু মিলি খেলে তাস।....
অবন বলে বাই তর্কে কাজ নাই
প্রমারা হোক এক বাজি সরম মুদি
চোখ বলিল তাই হোক সত্য কহে
আছি রাজি।

ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথের খেলা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—'রবিকাকাও সপরিবারে প্রায়ই আসতেন। রথীর আত্মকথায় তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিন সে খেলায় যোগদান করতেন না। যতদূর মনে পড়ে, রবিকাকাকে কোনও সাধারণ খেলায় কখনও যোগ দিতে দেখিনি। তবে এরকম খেলায় যোগ না দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক উদ্ভাবনি শক্তি আমাদের সঙ্গেও নতুন নতুন খেলায় প্রকাশ পেত। যথা, পাঁচজনে একত্রে বসে মুখে মুখে পালাক্রমে গল্প রচনা করা। 'মেরি সার্কেল' বলে একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন, তাতেও নানারকম ঘরে বসে খেলার বর্ণনা ছিল'।

রাণী চন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে তাস খেলার কথা জানিয়েছেন, ' এ খেলাটা আমাদের বাড়িতেই খেলতাম। ছুটির দিনে দুপুরবেলা বন্ধুবান্ধব রথীদা সুরেনদা জন কয়েক মিলে। খেলার শেষে হিসাব দিতাম গুরুদেবকে। গুরুদেব বলতেন, 'আমি এরকম তাস খেলা জানতুম, পয়সা দিয়ে খেলতুম ছেলেবেলায় বিলেতে শিখেছিলুম। দাঁড়া মনে করে নিই, শিখিয়ে দেবখ'ন।

মংপুতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাস খেলার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। মৈত্রেয়ী দেবীর গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত করি, 'এখানে সন্ধ্যাবেলা তোমরা কি কর? তাস খেল না? আজকাল যে ওই এক খেলা হয়েছে ব্রীজ"? 'না ওসব আমার আসে না একেবারে'। আমারও না, তবে একসময় একটু একটু খেলেছি বটে দায় পড়ে। আমাদের সময় সব অন্যরকম খেলা ছিল, গ্রাবু খেলা হত সব।' আজ তাস খেলবেন সন্ধ্যাবেলায়? 'মন্দ কি?

মৈত্রেয়ী দেবীরা সন্ধ্যাবেলায় সবাই মিলে তাস সাজিয়ে বসলেন। কবির সঙ্গে তাস খেলায় মজা গ্রহণে আগ্রহী সবাই। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে জানতে পারি কবি বলছেন , ...' দেখ, আমি তোমাদের ওসব আধুনিক খেলা মোটেই জানিনে। দুটো খেলা জানি একটার নাম ন্যাপ্ আর একটার নাম -(সে আমার লেখা নেই, খেলাটা অনেকটা Poker খেলার মত) সবাই মিলে টেবিল ঘিরে খেলতে বসা হল, আলুবাবু বললেন, ও কি আপনি গুরুদেবের পাশে বসেছেন যে? তাহলে আপনাদের পার্টনার হতে দেওয়া যাবে না। 'বা, তাতে কি হয়েছে বসলেই হল'!

'কৈ তোমাদের সম্বল কি? টাকা বের কর, বিনি পয়সায় তাস খেলবে তা হবে না, এবার আমার স্বচ্ছল অবস্থা, সাড়ে উনিশটাকা থলি ভর্তি তা জানো? অবশ্য এখন আছে কি না তা জানিনে।' সুধাকান্তবাবু ধরে ফেললেন, 'এ কি কাণ্ড, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল করেছেন আপনারা, তাস বদল করেছেন।' উনি হেসে হাতের তাস ফেলে দিলেন 'নাঃ এরকম মোটাবুদ্ধি পার্টনার নিয়ে আর যাই হোক, তাস খেলা চলে না। কতক্ষণ থেকে ইশার করছি, বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে। তার চেয়ে কবিতা পড়া যাক। এরকম স্থূল বুদ্ধির পক্ষে তাসের চেয়ে কবিতাই ভালো।

আরকটি অদ্ভুত ধরনের খেলা খেলতেন কবি। খেলাটির বিবরণ মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার উদ্ধৃত করছি.... 'হঠাৎ দুই হাত দুই কানের উপর চাপা দিয়ে বললেন, শিগগির বল এটা কি? কোথাও কিছু নেই, কি প্রশ্ন বুঝতেই সময় লাগে। কি আবার? হ্যাঁ, অত চট কর যদি বলবে তবেই হয়েছে। ভেবে ব এটা চাপকান....। তারপরে প্রায়ই এই খেলাটা হত, এর নাম শ্যারাড।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দায়িত্ববান না হলে করোনার মোকাবিলা করা অসম্ভব

নন্দগোপাল পাত্র

সারা দেশের মানুষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে দিশাহারা। প্রতিদিনই বাড়ছে করোনারদাপট। গোটা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও করোনা নিয়ে দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মাঝে প্রায় প্রতিদিন দেশের কোনও না কোনও প্রান্তে এমন ঘটনা ঘটছে যা দেখে মানুষ চমকে যাচ্ছে। যা আগে কোনওদিন কেউ কল্পানাও করতে পারেনি। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে করোনার আতঙ্ক শুষে নিচ্ছে মানুষের শুভবুদ্ধি। বহু শিক্ষিত লোকজনও অশিক্ষিতের মতো আচরণ করছেন।

পরিজনদের ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধাণর মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন চিকিৎসক, নার্স, পুলিশকর্মী থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা। সাধারণ মানুষ যাতে বিপদ থেকে রক্ষা পান তার জন্য রাতদিন লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা। কয়েকদিন আগের ঘটনা। গোঘাট বিডিও অফিসের দুই কর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বিডিও সারারাত নিজে দাঁড়িয়ে থে অফিস ও সংলগ্ন এলাকা স্যানিটাইজ করিয়েছিলেন। তারপর রবিবার দুপুরে ফিরছিলেন আরামবাগের ভাড়াবাড়িতে। আগলে দাঁড়ান বাড়িওয়ালা ও তাঁর স্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের ছিব দেখে ও প্রতিবেদন পড়ে বোঝা যাচ্ছে এলাকায় উচ্চশিক্ষিত মানুষের বসবাস। যে বাড়িতে বিডিও থাকতেন তার মালিক এবং স্ত্রী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু তাঁদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জায় হেঁট হচ্ছে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের মাথাও। গড়িয়ার পাটুলিতে এক আবাসনের করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে করা হয়েছে জুতোপেটা। এ -ও অভিযোগ উঠেছে তাঁর সন্তানসম্ভব স্ত্রীর সঙ্গে অভব্য আচরণের। অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করবে পুলিশ প্রাশাসন, আদালত। কিন্তু, চরম সংকটকালে এংন অভিযোগ ওঠাটাই আমাদের কাচে বড় লজ্জার। অতি সম্প্রতি ক্যানিং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পাশাপাশি ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ক্যানিং মহকুমার কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসক করোনায় আক্রান্তহয়েছেন। এই দুই চিকিৎসক ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতকলপাড়া এলাকায একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। সেই বাড়িতেই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তাঁরা। আর এই দুই চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর চাউর হতেই বাড়ির মালিক দুই করোনা যোদ্ধাকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই দুই চিকিৎসক সুস্থ হয়ে গেলেই যে আবার সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেবেন তা ভুলে যাচ্ছেন বাড়ির মালিক এবং পাড়া প্রতিবেশীরা। করোনা যোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে করতে ছেড়ে চলে গিয়েছেন চন্দননগরের ডেপুটি ম্যাটিস্ট্রেট দেবদত্তা রায়। এরপরও কোনও করোনা যোদ্ধা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালাননি। বুক চিতিয়ে লড়ে যাচ্ছে। তারপরেও প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের এভাবে হেনস্তা সমাজটাকে কলঙ্কিত করছে। এমন অমানবিক আচার আচরণ সত্যি খুবই দুঃখজনক। বর্তমান অতিমারির শুরু থেকেই বলা হচ্ছে, এই লড়াই একার নয়। অতিমারির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকলকে একজোট হয়ে লড়তে হবে। কিন্তু সংক্রমণের আতঙ্কে সেই যৌথ লড়াইয়েরকথা আমাদের ভাবনায় আর নেই মনে হয়। এমন দুর্দিনে ব্যক্তিনাগরিকের কিছু উদ্যোগ চোখে পড়ে। যা দেখে আশ্বস্ত করে, আজও এমন মানুষ আছেন, যাঁরা বিপর্যয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও অন্যের জন্য কাজ করে যান। বিশেষত যেখানে চূড়ান্ত অসহযোগিতা এবং স্বার্থপরতার অসংখ্য নির্দশন প্রতিনিয়ত চোখে পড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলব এক চিকিৎসকের কথা। ২৫ মার্চ লকডাউন শুরু হওয়ার দিন থেকে এই লেখার দিন (৫-৮) পর্যন্ত ওই চিকিৎসক একদিনও রোগী দেখা বন্ধ করেননি। না, তিনি কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্রে সঙ্গে যুক্ত নন। নিজের বাড়িতেই রোগী দেখেন। লকডাউনের সময়ে যানবাহনের অভাবে বাইরে চিকিৎসার জন্য যেতে পারেননি বহু মানুষ। এমনকি চেম্বারও খোলেননি শহরের নামী চিকিৎসকগণ। শুধু তাই নয়, আতঙ্কে পোনও ধরেনি বহু চিকিৎসক। যদি সুরক্ষাকর্মের কোনও এক ফাঁকে ছোবল বসায় নভেল করোনা ভাইরাস। কোভিড অতিমারির সময়ে ব্যক্তিগত বিপদের কথা না ভেবে নিশ্চিত বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে কোভিড যোদ্ধাদের মতো সামনের সারিতে ছিলেন না ওই চিকিৎসক। তিনি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতায় অতিমারির দিনগুলোতে নিজস্ব চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে কোভিড আক্রান্ত নয় এমন মানুষদের চিকিৎসা করছেন। ১৯৮২-এ ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেজিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী ওই চিকিৎসকের কথায় কোভিড-১৯ সারা বিশ্বে যেবাবে অতিমারির আকার নিয়েছে দেখার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে নিজেকে এই সময়ে সরিয়ে রাখার কথা ভাবতেই পারিনি। মনে এল লকডাউনের পড়া গাঁধিজি'র দ্বিতীয় বার ৪ জুলাই ১৯২৫ পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি আসার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়া দেসবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর তিরোধানের (২৫.০৬.১৯২৫) পর চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭,১৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং হাসপাতালের নাম রাখা হয় চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল। যেটি সাতের দশকে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজও হাসপাতাল নামে পরিচিত হয়। ভাবতে ভালো লাগছে, অসহযোগ আন্দোলন পরবর্তী পর্বে গড়ে তোলা এক হাসপাতালে গাঁধিজির মাধ্যমে কাঁথি মহকুমাবাসীর সামান্য হলেও অবদান আছে। আর গর্ব হচ্ছে ওই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক প্রাক্তনী যিনি করোনাকালে ভুলে যাননি তাঁর দায়িত্ববোধের কথা। ওই চিকিৎসক হলেন গৌতম কুমার প্রধান, যিনি আগামী নভেম্বরে একষট্টি বছরে পা দেবেন। করোনা একন আর টিভির পর্দায় বা সংবাদপত্রে পাতায় আটকে নেই। পৌঁছে গেছে বাড়ির দোরগোড়ায়। বিদেশি রোগ এখন ষোলআনা স্বদেশি। করোনার বিষাক্ত ছোবলে চোখের সামনে জীবনদীপ নিভেছে ৩৮,৯৩৮ জনের (৪ আগস্ট পর্যন্ত)। এরপরও সম্বিত ফিরছে না। সরকার, প্রশাসন যখন এই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন কেউ কেই ব্যস্ত ফাঁকফোকর অনুসন্ধানে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সরকার যখন লকডাউন করছে, তখন অনেকেই নানা অজুহাতে বাইরে বেরনোর ফন্দি আঁটছে। মানছে না নিয়ম। মারণ ভাইরাসকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করছে। পরিবারের সবাইকে অসুস্থ করছে। তারপরই আক্রমণ সরকারকে। অথচ ভুল সংশোধনের কোনও ইচ্ছাই নেই। করোনার সঙ্কটমুক্তিও লুকিয়ে আছে সেই চেতনাতেই। ভ্যাকসিন এখনও আসেনি। এই অবস্থায় মানব চেতনাই এনে দিতে পারে মহামারি বিরোধী লড়াইয়ে সাফল্য। কিন্তু সেই চেতনার অভাবেই আমরা দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছি সঙ্কট সমুদ্রের অতলে। অজ্ঞতাই জন্ম দেয় কুসংস্কারের। গ্রামের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। করোনা আবহে তা ডানা মেলেছে শহুরে শিক্ষিত সমাজেও। কুসংস্কার দূর হয় শিক্ষার আলোয়। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের অন্ধকার দূর হবে কোন আলোয় ছোঁয়ায়? সমাজ উদ্যোগী না হলে, দায়িত্ববান না হলে করোনার মোকাবিলা করা অসম্ভব। করোনা কালে নিয়মবিধি পালন করতে বলবার অর্থ এই নয় যে, তারা শুধুমাত্র পালনকারীকেই সুরক্ষা প্রদান করবে, বরং তা অন্যদেরও সংক্রামিত হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। এটাই দায়িত্ববোধ। এই বোধ সমাজে জাগ্রত হয়েছে কিনা বলতে পারবেন সমাজতত্ত্বের গবেষকগণ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

হাওয়াবদল

নবনীতা দেবসেন

শব্দটার মানে এখন রাজনৈতিক। কিন্তু আমরা নানারকম হাওয়ায় ভেসে বেড়াই। হাওয়া কি একটা? সে তো দিবারাত্রি বদলাচ্ছে। এই তো তিনতলায় আমি ক্যানসারের হাওয়ায় ভাসছি আর দোতলায় পিকোলো ডেঙ্গুর আলিঙ্গনে। কিন্তু হাওয়াবাতাস তো এখানেও শেষ নয়। বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি নয়। মাঝে মাঝে কখনও হাওয়াবাতাস পাল্টে যায়। মেঘ ছেঁড়া আলো এসে পড়ে জীবনে। এই যেমন হঠাৎ জানতে পেরেছি আমার একগুচ্ছ বই বেরচ্ছে খুবই শিগগির। আমি তো ভেবেছিলাম আর বই বেরবে না, কিন্তু কীরকম হাওয়াবদল হয়ে গেল। একগুচ্ছ মানে, পাঁচখানি বই। দু'টি সংকলন বেরচ্ছে না। কিন্তু কীরকম হাওয়াবদল হয়ে গেল। এক গুচ্ছ মানে, পাঁচখানি বই। দু'টি সংকলন বেরুচ্ছে। পত্রভারতী থেকে বইমেলার সময় নানা রঙের নবনীতা ও সারা পৃথিবীর কবিতা। সারা পৃথিবীর কথাই যখন উঠল তবে বলি যে, আর তিনটি বইয়ের বিচরণ কিন্তু ভারতের বাইরে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত পাবলিশিং হাউজ আরকিপেলাগো আমার কাছ থেকে একটি কবিতার বই চেয়েছে। আমার তুনি মনস্থির করো বইটি আমার ছোট্ট মেয়ে নন্দনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিল, মেক আপ ইওর মাইন্ড নামে। সেই বইটি পড়ে ওরা নন্দনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার একটি কবিতা সংকলন ছাপানোর জন্য উৎসাহী হয় নন্দনার অনুবাদে। বইটি অবিলম্বে বেরবে, কনট্র্যাক্ট আর কভারও চলে এসেছে। নন্দনা আর আমার যুগলবন্দিতে কাজ করা অবশ্য নতুন নয়—ও যখন হার্ভার্ডে পড়ত তখন আমার একসঙ্গে অনেক কবিতা অনুবাদ করেছি, যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল মার্কিনি পত্রপত্রিকাতে। ওর লেখা তৃতীয় ছোটদের বই নট ইয়েট বা এখ্‌খুনি না। টুম্পা নিউইযর্ক থেকে আমর আমি কলকাতাতে বসে 'ফেসটাইম' আর 'হোয়াটঅ্যাপ'-এর কল্যাণে একসঙ্গে বাংলায় অনুবাদ করেছি। আমরা, মায়েতে মেয়েতে একসঙ্গে কাজ করতে ভালবাসি। আমার অনেক গদ্যলেখা আমার মেয়ে অন্তরাও অনুবাদ করেছে। আমার অনেকদিন ধরে না বেরনো চন্দ্রাবতীর অনুবাদ প্রায ২০ বছর ধরে পড়েছিল, আমার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে। সেই বই এতদিন পর বেরচ্ছে উর্বশী বুটালিয়ার উৎসাহে ও ভালবাসায়, ওর প্রকাশনা জুবান থেকে। চন্দ্রাবতীর অনুবাদ বেরনোটা আমার কাছে খুব জরুরি—তাই খুবই আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আমি স্বভাবতই অলস, তাই আমার জরুরি লেখাও ছাপাখানা অবধি অনেক সময় পৌঁছায় না। এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে আমাতে প্রাণপণ সাহায্য করেছে আমারা বিভাগের দুই নাতি ছাত্র অর্ণব দত্ত, যুধাজিৎ সরকার এবং সঙ্গে আমার উৎসাহী সহকারিণা তিয়াস বসু। বইটার সব কাজই প্রস্তুত ছিল, তা সত্ত্বেও আমি পাঠাইনি কোথাও , আমার আলস্যের কারণে।

একদিন নন্দনা উর্বশীকে ফোন করে বলল, এই অদ্বিতীয় বইটা ওর এখনই পড়া দরকার। ভারতীয় মানবীবিদ্যার অনেক জরুরি বই এই ফেমিনিস্ট প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। চন্দ্রাবতী বিষয়ে আমার উৎসাহ এবং সে বিষয়ে লেখালেখি শুরু বিশ বছর আগে। আশা করি বইটা চোখে দেখে যেতে পারব উর্বশীর কল্যাণে ও টুম্পার তাড়ায়।

স্টাকহোম থেকে বেরচ্ছে আমার পাঁচটা উপন্যাস 'অডিও বুক' হয়ে—'অন্যদ্বীপ', 'প্রবাসে দৈবের বশে', 'রামধন মিত্তির লেন,' 'ইহজন্ম' আর 'তিতলি'। এর আগে আমার কোনও 'অডিও বুক ' হয়নি। হঠাৎ এখদিন নন্দনা ফোন করে বলল, 'জানো কি মা, তোমার পাঁচটা বই অডিও বুক হয়ে বেরচ্ছে সুইডেন থেকে? ওকে অন্যরা কনট্যাক্ট করেছিলেন অভিনেত্রী হিসেবে, যদিও আমি এ বিষয়ে কিছু জানতাম না। ইতিমধ্যে একদিন নন্দনা গিয়ে প্রবাসে দৈবের বশে'র রেকর্ডিংও করে এসেছে। যে কোনও নতুন জিনিসে আমার

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ডিব্রুগড়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

ডিব্রুগড় (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ ডিব্রুগড়ের পার্শবর্তী লেকাইয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য নির্মীয়মাণ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখেছেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, বিধায়ক চক্রধর গগৈ, ডিব্রুগড়ের জেলাশাসক পল্লবগোপাল ঝা সমেত প্রকল্পটি নির্মাণকার্যের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আধিকারিকরা।

প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষকে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আদর্শ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে অসম সরকারও বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। রাজ্যের ছোট বড় ৯৮টি শহরকে সঠিক আবর্জনা নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আবর্জনা নিষ্কাশনের মাধ্যমে বাই-প্রোডাক্ট উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে জৈবিক সার, ডিজেল এবং জাতীয় সড়কে ব্যবহার করার জন্য গ্রেনুলা তৈরি করা যাবে। ডিব্রুগড় এবং এর আশপাশের অঞ্চলগুলোতে সংগৃহীত আবর্জনার মাধ্যমে ৪০ টন জৈবিক সার প্রস্তুতের লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজেল, গ্রেনগাঁওয়ের সামাগুড়িতে পুকুর থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার, গ্রেফতার অভিযুক্ত দম্পতি

সামাগুড়ি (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার সামাগুড়ি বিধানসভা এলাকার আমনিতে গতকাল বুধবার একটি পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে পুলিশি তদন্তে মৃতদেহটি কলিয়াবরের উলুবনি থানার অন্তর্গত রহঢলা গ্রামের বছর ২৬-এর গোবানি কেঁওরের বলে শনাক্ত করে। এদিকে তদন্তের গতি বাড়িয়ে গোবিনকে খুন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়ে পুলিশ এর সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আমনির মহারাজ হোটেলের পেছনে বুধবার একটি পুকুর থেকে বস্তাবন্দি গোবানি কেঁওরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্তে নামে। খোঁজখবর নিয়ে টেলেঙা বস্তির এক দম্পতিকে আটক করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় ওই দম্পতি নাকি স্বীকার করেছে গোবিনকে তাদের ঘরে খুন করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক জানান, আমনির সন্তোষ হোটেলের মূল রাধুঁনি এবং মহারাজ হোটেলের পেছনে টেলেঙা বস্তির বাসিন্দা শরৎ ডেকার স্ত্রী জয়ন্তী ডেকার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গোবিনের অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে স্বামী শরৎ (৩০) বাড়িতে না থাকার সুযোগে গোবিন তাদের বাড়িতে এসেছিল। রাত প্রায় ১০ টা নাগাদ স্বামী শরৎ বাড়িতে ফিরে আসে। ঘরের ভেতর টেবিলে দুটো খালি গ্লাস দেখতে পায় শরৎ। সে নিশ্চিত হয় গ্লাসে মদ খাওয়া হয়েছিল। সন্দেহের বশে শরৎ ঘরে তালাশি চালিয়ে গোবিনকে খাটের নীচ লুকিয়ে থাকতে দেখে। শরৎ রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রশি দিয়ে গোবিনের হাত পা বেঁধে বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধম মারতে থাকে। মারের চোটে তাদের ঘরেই প্রাণ হারিয়ে ফেলে গোবিন।

এর পর প্রমাণ লোপাটের জন্য গোবিনের মৃতদেহ শরৎ ডেকা এবং তার স্ত্রী জয়ন্তী ডেকা উভয়ে মিলে দুটো বস্তায় ভরে রাত প্রায় দুটো নাগাদ বাড়ির পাশে পুকুরে গিয়ে ফেলে আসে। পুলিশি জেরায় শরৎ-দম্পতি এ কথা স্বীকার করেছে। পুলিশ দুজনকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির উপযুক্ত ধারায় গ্রেফতার করেছে। আজ তাদের নগাঁওয়ে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।নুলা ইত্যাদির মতো বাই-উৎপাদন করতে এই নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জৈবিক সারের বাণিজ্যিক বিপণনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সার কৃষিখেত, চা বাগানে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যাবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এই প্রকল্পের কাজ একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজ্যের দীর্ঘদিনের একটি চাহিদা পূরণ হবে, সেই সঙ্গে আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলও বিশুদ্ধ থাকবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজনাথ সিঙয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতে আসা ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন রাজনাথ সিং। দুজনের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈঠক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বায়ুসেনাতে রাফাল যুদ্ধবিমান সংযুক্তিকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে তাকে গার্ড অফ অনার দিয়ে অভিবাদন জানানো হয়।পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে সেরিমনিয়াল ওনার। এদিন বৈঠকের পর ফ্লোরেন্স পারলেকে নিয়ে বিশেষ বিমানে আম্বালা উদ্দেশ্যে রওনা দেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন আম্বালা সামরিক বিমান ঘাঁটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ুসেনার সংযুক্তিকরণ করা হবে রাফালকে।এর জন্য এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এদিন সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলে। এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চ আলোকিত করবেন।

বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৪১ জন, মোট মৃত ৪৬৩৪ জন

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৪১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জনের মৃত্যুর ফলে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৬৩৪ জনে। এছাড়া, নতুন করে ১ হাজার ৮৯২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭০ জনে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৫ হাজার ৫৫৯টি। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার ১১টি। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৮৯২ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৩২ হাজার ৯৭০ জনে পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১২ দশমিক ১৬ শতাংশ।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছেন ৪১ জন। এ নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছ ৪ হাজার ৬৩৪ জনে। নতুন যে ৪১ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ৩১ এবং নারী ১০ জন রয়েছেন। শনাক্ত বিবেচনায় মোট মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ২ হাজার ৭৪৬ জন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৫০ জনে।শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার এখন পর্যন্ত ৭০ দশমিক ১৪ শতাংশ।

২৪ ঘন্টায় ১১.২৯ লক্ষ, ভারতে করোনা-পরীক্ষা ৫.২৯কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ স্যাম্পেল পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,২৯,৭৫৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫.২৯কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৫, ২৯,৩৪,৪৩৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবারর সারাদিনে) ভারতে ১১,২৯,৭৫৬টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৫,২৯,৩৪,৪৩৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে দৈনিক করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক।

উদ্ধবকে কটাক্ষ করার দায়ে অভিযোগ দায়ের কঙ্গনার নামে

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জের। বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ দায়ের স্থানীয় থানায়। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা এবং মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করা।

অরুণ শ্রীকান্ত মিশ্র নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগ দায়ের করেছে। দিনদসি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে জানানো হয়েছে নিজের ওপর ঘটে চলা ঘটনাকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছেন কঙ্গনা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা অশালীন এবং অসংসদীয়।

সীমান্ত সংঘর্ষ চুক্তি বিরোধী লংঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতীয় বায়ুসেনা রাফাল যুদ্ধবিমানের সংযুক্তিকরণ এর দিনেও নিজেদের অভ্যাস অপরিবর্তিত রাখল পাকিস্তান।বৃহস্পতিবার জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোট, দেগওয়ার, মেন্ধর সেক্টরে সংঘর্ষ বিরোধী চুক্তি লংঘন করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তা ন। ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে এই গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত শুরু হয় তুমুল গুলির লড়াই।

এদিন সকালে ছোট ও মাঝারি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রে পাশাপাশি মর্টার দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গুলিবিনিময় চলছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

করোনা আবহে যাত্রীবাহী বাসের মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের হিড়িক করিমগঞ্জে, বিহীত ব্যবস্থার দাবি ইসইউসিআই (সি)-র

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চলমান করোনা অতিমারির বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অসমের বিভিন্ন জেলায় চলাচলকারী যাত্রীবাহী বাসগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো বর্ধিত ভাড়া আদায় করছে। এতে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। লকডাউনের সময় বাস মালিকরা লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে সাধারণ যাত্রীর কাছে থেকে ৩ থেকে ৪ গুণ বর্ধিত ভাড়া আদায় করছেন বলে অভিযোগ তুলেছে এসইউসিআই (সি)।

এসইউসিআই (সি)-র বক্তব্য, লকডাউনের সময় কর্মসংস্থানের বিচ্যুতি ঘটার জন্য বেকার তথা মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আর্থিক সাহায্য অথবা ব্যাপক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করছে। অথচ বাস মালিকরা যাত্রীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে সংগৃহীত ভাড়ার ব্যাপারে বিহীত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অথচ এই অবস্থায় সরকারকে ভরতুকি দিয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা চালানোর প্রয়োজন ছিল। অসমে পরিবহন সংস্থা সমূহ বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে বাড়া বৃদ্ধি করাটা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ভাড়া বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক-কৃষক তথা সাধারণ নাগরিকরা ইতিমধ্যে লকডাউনের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের উপর বাস ভাড়া বাবদ আরও আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অন্যায় এবং অযৌক্তিক বর্ধিত বাসভাড়ার বিরুদ্ধে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের অসম রাজ্য কমিটি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছে।

তাদের দাবি অতি শীঘ্র বর্ধিত বাস ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং তার সাথে প্রয়োজনে বাস মালিকদের ভরতুকি দিয়ে পরিবহণ পরিষেবাকে চালু রাখতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজ্যে প্রতিবাদ আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ দলের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা কমিটির পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন দলের অন্যতম সদস্য নন্দন কুমার নাথ, পিকলু দে, সুজিৎ কুমার পাল, সঞ্চিতা শুক্ল, জয়দীপ দাস, রাজদীপ দাস প্রমুখ।

ফের বাড়ল, গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩১১২ জন

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজারের উপরে থাকলেও দৈনিক মৃত্যুসংখ্যা কমলো। রাজ্যের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার কলকাতাতেও কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। যা খানিকটা উদ্বেগ প্রশমন করছে প্রশাসনের। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১১২ জন। এদিন ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৪১ জন। এদিকে কলকাতায় একদিনে মারা গিয়েছেন মাত্র পাঁচজন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৩৫জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৫.৯৫ শতাংশ। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩, ৩৭৭জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৯৩হাজার ১৭৫জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৬৬হাজার ২৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৭৭১জনের।এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৪৮১টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪,৯৫৭। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬১জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৩৯,৪২৬জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৪৩৩জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪০৯৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে আজ কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪১জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৭০৮ জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৪হাজার ৩৪৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৩লাখ ৩০হাজার ২৮৫টি। এখন রাজ্যে ৭৪টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

গঙ্গারামপুরে যাত্রীবোঝাই বাস ও অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩

গঙ্গারামপুর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর হাতিডোবা খাড়ি সংলগ্ন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যাত্রীবোঝাই বাস ও অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন ৩ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, এদিন কুশমণ্ডি গ্রামীণ হাসপাতালের একটি অ্যাম্বুল্যান্স গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগী পৌঁছে ফের হরিরামপুরে রোগী আনতে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে মহারাজপুরের হাতিডোবা খাড়ির কাছে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অ্যাম্বুল্যান্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অভিমুখে ঘুরে যায়। সেইসময় গঙ্গারামপুরমুখী যাত্রীবোঝাই একটি বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাসের ৩ যাত্রী আহত হন। তবে অ্যাম্বুল্যান্স চালক অক্ষত রয়েছেন। এদিন স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করেন। তাঁদের গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিকে ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

বড়খলার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেহাল কর্মসংস্কৃতি, পরিষেবা সুষ্ঠু করার দাবি

বড়খলা (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সৃষ্ট বেহাল কর্মসংস্কৃতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি তুলেছেন স্থানীয় জনগণ।

বড়খলা এলাকার হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলোর পরিকাঠামোর যথার্থ উন্নয়ন না ঘটার জন্য কার্যত স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল হয়ে পড়েছে। মসৃণ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য কেন্দ্রীয় ও অসম সরকার ঢালাও অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু বড়খলা বিধানসভার ক্ষেত্রে সে সবের উপযুক্ত প্রয়োগ হচ্ছে না। ফলে যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে অধিকাংশ গ্রামের জনগণ বঞ্চিত হচ্ছেন। এমন অভিযোগ করছেন এলাকার ভুক্তভোগী মানুষ। বড়খলার স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্দশা নিয়ে খোদ শাসক দলের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন।

ক্ষুব্ধ জনতা নন্দিগ্রাম হেলথ সাব-সেন্টার সহ একাংশ হাসপাতালকে ‘গোয়ালঘর’ আখ্যা দিতে কসুর করেননি। বিশেষ করে বড়খলার শালচাপড়া উন্নয়ন ব্লকের শালচাপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর নন্দিগ্রাম রায়পাড়া হেলথ সাব-সেন্টারের অব্যবস্থা দেখে জমায়েত হন ক্ষুব্ধ জনতা। এই স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের করুণ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিজেপির শালচাপড়া মণ্ডলের নেতা বাবুরাম রায়, আদিত্যগিরি সিনহা প্রমুখরা। তাঁরা বলেন, এই সাব-সেন্টারের কর্মীরা প্রায়ই চিকিৎসা কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন। এমন-কি, অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন তাঁরা। এতে সাব-সেন্টারটি গরু-মোষ থাকার নিরাপদ স্থানে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে মদ্যপদের আস্তানাও হয়ে উঠেছে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। তাঁরা জানান, বিভাগীয় নার্স কর্মী রাবিয়া বেগম সাব-সেন্টারের দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু প্রায় সময়ই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে করোনা পরিস্থিতিতে সরকার হাসপাতালে বিভাগীয় কর্মীদের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেও এই হাসপাতালের কর্মীরা তা উপেক্ষা করে চলছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চস্তরের আধিকারিক ও স্থানীয় বিধায়ক কিশোর নাথের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকার জনগণ। শীঘ্রই এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও মসৃণ পরিষেবার জোরালো দাবিতে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী। ভুক্তভোগী জনগণের স্পষ্ট বক্তব্য, শিগগির স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাভাবিক করে তোলা না হল আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন বৃহত্তর এলাকার মানুষ।

বেআইনি কার্যে লিপ্ত কর্তৃপক্ষ, নিলামবাজার সমবায় সমিতির সাধারণ সভা বাতিলের দাবি, জেলাশাসককে স্মারকপত্র

নিলামবাজার (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিলামবাজার সমবায় সমিতির নির্বাচন ও সাধারণ সভাকে ঘিরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নিলামবাজার সমবায় সমিতির আসন্ন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও বেআইনি শর্ত প্রযোজ্য করে সিন্ডিকেট গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে সমিতির চেয়ারম্যান এবং সচিবের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মনোনয়ন মাশুল পাঁচ হাজার টাকা করায় নির্বাচন বাতিল করার দাবি উঠেছে।

এই দাবির ভিত্তিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামীর কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন সমিতির আওতাধীন একাংশ বিক্ষুব্ধ গ্রাহক।

বেআইনিভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে মনোনয়ন মাশুল ধার্য করে সাধারণ মানুষকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে সরিয়ে রাখার চক্রান্ত এবং সমবায় সমিতির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই নিলামবাজার সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন ও সচিব হরিশচন্দ্র দাসকে আইনি নোটিশও পাঠানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হলেও চলতি মাসের ২০ তারিখ অনুষ্ঠেয় সমিতির সাধারন সভা ও নতুন পরিচালন পর্ষদ গঠনের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করে আপাতত সগিতাদেশ জারি করার দাবিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। সমিতির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রাজু পাল, নিলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রাক্তন সভানেত্রীর প্রতিনিধি তথা সমিতির বর্তমান সদস্য রিয়াজ উদ্দিন, দীপক গুন, মইন উদ্দিন, রতন শুক্লবৈদ্য, হাজি আব্দুল জলিল, আব্দুস সাদিক, রেহিম আলি, করিম আলি, আপ্তাব উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, সুশান্ত বিশ্বাস, বকুল দাস, চাম্পালাল নাথ, দীপ্তি দেব, অমল শুক্লা, নজরুল হক, স্বরূপ দাস প্রমুখ শতাধিক ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত স্মারকপত্রটি জেলাশাসককে প্রদান করে সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে সমিতির নির্বাচনের মনোনয়ন মাশুল নির্ধারণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্তে আপত্তি তোলা হয়েছে।

তাঁদের মতে, লকডাউন পরবর্তীকালে এমনিতেই সাধারণ মানুষ চরম আর্থিক সংকটে ভুগছেন। এমন সংকটপূর্ণ সময়ে একটি স্বার্থন্বেষী ও সুবিধাবাদী চক্র সমিতির নির্বাচনে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে রাখতে চক্রান্ত করে পাঁচ হাজার টাকা মনোনয়ন মাশুল ধার্য করেছে। যা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং দূরভিসন্ধিমূলক বলে স্মারকপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ রেখে পরবর্তীতে বিভাগীয় আইন অনুযায়ী সকলস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সাপেক্ষে যথাযথ ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার আবেদন জানানো হয়েছে জেলাশাসকের কাছে প্রদত্ত স্মারকপত্রে।

শিশুধর্ষণ : গ্রেফতার রেলের খালাসি, আরও দুই অভিযুক্তকে শীঘ্র পাকড়াও না করলে ডিমা হাসাওয়ের সব স্টেশন অচল করে দেবে জঙ্গি সংগঠন

হাফলং (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গ্রেফতার হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায় ৯ বছরের শিশুকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের অন্যতম অভিযুক্ত রেল বিভাগের খালাসি প্রমোদ কুমার।

তবে অন্য দুই ধর্ষক দিহাকু রেল স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার এবং আরপিএফ জওয়ান এখনও ফেরার। দিহাকু স্টেশনের পাশে ডাউট্রেক তৃতীয় খণ্ড গ্রামের নয় বছরের এক শিশুর ওপর গত মঙ্গলবার যৌন নির্যাতন চালিয়েছিল দিহাকুর স্টেশন ম্যানেজার, আরপিএফ জওয়ান এবং রেল বিভাগের এই খালাসি প্রমোদ কুমার।

এদিকে শিশু ধর্ষণে জড়িতদের শীঘ্র গ্রেফতার না করলে ডিমা হাসাও জেলার সব রেলস্টেশন অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি নামের উগ্রপন্থী সংগঠন। জঘন্য এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জঙ্গি সংগঠনটি এক ভিডিও বার্তা জারি করেছে। এতে শীঘ্র ধর্ষকদের পাকড়াও করে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, শিশু ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে যদি অসম সরকার বা ডিমা হাসাও পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তা হলে জেলার সব রেলস্টেশন বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি রেল কর্মীদের উপর আক্রমন চালাতে দ্বিধা বোধ করবে তাদের জঙ্গি সংগঠন।

কেবল তা-ই নয়, জেলার প্রতিটি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্ষিতা শিশুর ন্যায় বিচারের জন্য দাবি তোলার আহ্বান জানিয়েছে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন।

আজ বৃহস্পতিবার ডিমাসা জনগোষ্ঠীর শিশু দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে, কাল জেলার অন্য সম্প্রদায়ের নাবালিকা বা বালিকা বা যুবতী এ ধরনের জঘন্য ঘটনার শিকার হবে না বলে কে কোনও নিশ্চয়তা আছে।

এই প্রশ্ন তিলে এমন জঘন্য কাণ্ডের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য ধর্ষণকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

দুর্গাপুজোর তিন সপ্তাহ আগে চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি অসম চা মজদুর সংঘের

গুয়াহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এ বছরও চা শ্রমিকদের হাতে ২০ শতাংশ হারে দুর্গাপুজোর বোনাস দেওয়ার দাবি তুলেছে অসম চা মজদুর সংঘ (এসিএমএস)। পুজোর তিন সপ্তাহ আগেই এই বোনাস শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি রাজ্যের এই শ্রমিক সংগঠনের।

অসম চা মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক রূপেশ গোয়ালা এ সম্পর্কে জানান, ১৯৬৫ সালের বোনাস আইন অনুযায়ী রাজ্যের চা শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ এবং সর্বাধিক ২০ শতাংশ বোনাস ধার্য করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় স্থায়ী অস্থায়ী প্রত্যেক চা শ্রমিক ন্যূনতম ৩০ দিন কাজ করলে এই বোনাস পাবেন। রূপেশ জানান, ‘ইতিমধ্যেই চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস নিশ্চিত করতে ভারতীয় চা সংস্থা, অসম শাখা (এবিআইটিএ), অসম চা শ্রমিক সংস্থা (এটিপিএ), উত্তরপূর্ব চা সংস্থা (এনইটিএ), ভারতীয় চা পরিষদ (বিসিপি) এবং টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (টিএআই বা টাই)-কে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি।’

তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রত্যেক বছর দুর্গা পুজোর তিন সপ্তাহ আগে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার বিষয়টি তাঁরা দাবি করেন। এ বছর চায়ের উৎপাদন কমলেও চায়ের ন্যায্য মূল্য বাগানগুলো পেয়েছে। তাই তাঁদের আশা, এবারও সর্বোচ্চ হারে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হবে। রূপেশ গোয়ালা আরও জানান, গত বছর রাজ্যের ৯৯ শতাংশ বাগানই শ্রমিকদের সর্বোচ্চ পরিমাণে বোনাস দিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমে ৮০৩টি রেজিস্টার্ড চা বাগান রয়েছে। এই বাগানগুলো থেকে দেশের ৪৯ শতাংশ চা উৎপাদন হয়। ২০১৯ সালে অ্যান্ড্রুলে, জেমস ওয়ারেন, রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড, গুডরিক, এমকে শাহ এক্সপোর্টের মতো কোম্পানি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ হারে বোনাস দিয়েছিল।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বয়সের ছাপ কমাতে কোরিয়ান পদ্ধতি

চেহারায় তারুণ্য ধরে রাখার জন্য রয়েছে সহজ পদ্ধতি। সৌন্দর্য চর্চায় কোরিয়ান পদ্ধতি বেশ সমাদৃত। ত্বকের তারুণ্য, টানটান ও মসৃণ ভাব ধরে রাখতে কোরিয়ানদের রয়েছে বেশি কয়েকটি পদ্ধতি। ত্বক পরিচর্যা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত। মুখ পরিষ্কার করতে মসলিন কাপড় গরম পানিতে ডুবিয়ে ব্যবহার করুন মুখের ত্বক এক্সফলিয়েট ও গভির থেকে পরিষ্কার করতে মসলিন কাপড় ব্যবহার করুন।গরম পানিতে মসলিন কাপড় ডুবিয়ে তা দিয়ে প্রতিদিন মুখ নিচ থেকে ওপরের দিকে মালিশ করুন। দুই সপ্তাহের মধ্যে এর ফলাফল চোখে পড়বে। মুখের ব্যায়াম পশ্চিমা দেশে মুখের আকার সুন্দর রাখতে মুখের যোগ ব্যায়াম করা প্রচলিত। কোরিয়ায় নারীরা একইভাবে মুখের ব্যায়াম করে থাকেন।ইংরেজি বর্ণমালার 'ভাওয়েল' অর্থাৎ 'এ', 'ই', 'আই','ও', 'ইউ' এই অক্ষরগুলো অবসর সময়ে ক্রমাগত উচ্চারণ করে মুখের ব্যায়াম করে থাকেন। এতে মুখের পেশিতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং ভালো ব্যায়াম হয়।আঙ্গুল দিয়ে মুখে চাপ প্রয়োগবর্তমানে স্যালনে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই নিজে ঘরে বসেই ফেইশল করার চেষ্টা করুন। কোরিয়ানরা ফেইশল করতে নিজের মুখে আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে থাকেন।মুখে ক্রিম ব্যবহারের পরে তা গোলাকারভাবে মালিশ করুন। চেষ্টা করুন যেন থুতনি থেকে শুরু করে কপাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখেই এভাবে মালিশ করা যায়।মুখে চাপ প্রয়োগ করা কেবল রক্ত সঞ্চালনই বাড়ায় না বরং মুখ আর্দ রাখতেও সহায়তা করে।

ঘরবন্দি জীবনে ঘরোয়া কলহ এড়াতে

আগে নিজেকে সামলান। পরে অন্যদের দোষ ধরুন।লকডাউনের শুরুতে করোনাভাইরাসের আতঙ্ক থাকলেও চাকরিজীবীদের ঠেঁটের কোণে ক্ষণিকের জন্য হলেও একচিলতে হাসি হয়ত খেলেছিল।ঘরে বসে অফিস করার সুবাদে প্রতিদিন সকালে পড়িমড়ি করে অফিস ছুটতে হবে না, যানজট সইতে হবে না, যাতায়াতের খরচ বাঁচবে, পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের প্রতিটা দিন কাটানো যাবে।সপ্তাহে পাঁচ কিংবা ছয়দিনই দিনের অর্ধেক সময় অফিসে আর আরও কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় কেটে যাওয়া মানুষগুলো হয়ত হাপ ছেড়েছিলেন।তবে দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে তিনটি মাস। এরমধ্যে অনেকের অফিস শুরু হয়েছে সীমিত পরিসরে, কারও এখনও ঘরে বসেই কাজ চলছে।তবে পরিবারের সঙ্গে অনেকটা সময় ইতোমধ্যে সবাই কাটিয়েছেন। কেউ হয়ত বলবেন একটু বেশিই বেশি সময় কাটানো হয়ে যাচ্ছে, ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে অল্পতেই।সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইট প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানো কয়েকটি উপায়। বিস্তারিত জানানো হল সেই প্রতিবেদনের আলোকেই।আগে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাপ্রথমেই আপনার যা জানতে হবে তা হল, পরিবারের সঙ্গে প্রায়শই বাকবিতণ্ডা হওয়ার ঘটনার শুধু যে আপনার জীবনেই ঘটছে তা নয়, অনেকের দৈনন্দিন জীবনেই তা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। ঘরের প্রতিটি মানুষের মেজাজই তীক্ত বিরক্ত, যেন বারুদের মতো সামান্য ঘষাতেই জ্বলে ওঠে। আর একারণেই হয়ত গৃহবন্দি কর্মজীবীরা এখন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ করছেন। তবে তা কতদিনে হবে, কবে পুরানো সেই স্বাভাবিক জীবন ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই ঘরের প্রতিটি মানুষের একটি গুরুতর দায়িত্ব হল নিজেদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা।কথা বলার আগে একটু থামাতো কীভাবে রাখবেন মেজাজে লাগাম? পুরানো কিন্তু কার্যকর উপায় মুখে লাগাম দেওয়া। অফিসের জরুরি মিটিংয়ের সময় ঘরে বাচ্চাদের বেসামাল কোলাহল, স্ত্রীর ঘরের কাজ নিয়ে কটা কথা শুনিয়ে দেওয়া, কিংবা অফিসের বস ঘরে বসা কর্মী পেয়ে বেহিসাব কাজ দিতে থাকা এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন যা আপনার ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছে। সঙ্গে আর্থিক দুশ্চিন্তা তো আছেই।এমন অবস্থায় রাগে গর্জে ওঠা স্বাভাবিক। মেজাজ সামলানোই বরং কঠিন। তবে কঠিনটাই আপনাকে করতে হবে। এজন্য রাগের মুহূর্তে যেকোনো শব্দ উচ্চারণের আগে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিন, কি বলতে যাচ্ছেন তা একবার নিজের মনেই শুনে দেখুন।এই সামান্য বিরতি আপনাকে কিছুটা হলেও শান্ত করবে, এরপর আলাপে জড়ালে হয়ত ফলাফল আগেকার থেকে অনেকটা শোভন হবে।নিজেই পরীক্ষা করা-এবার আসা যাক কেন এমন হচ্ছে সেই কারণ নিয়ে বিশ্লেষণ। কী খেয়েছেন আজ? ঘুম কেমন হয়েছে শেষ রাতে? সকাল থেকেই প্রচণ্ড মানসিক চাপে আছেন কাজ কিংবা পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে?এসব ভাবলে নিজেই পেয়ে যাবেন আপনার খিটখিটে মেজাজের কারণ। আপনি যেভাবে কারণ বের করেছেন একই পদ্ধতি পরিবারের অন্যদেরও জানান, তবে তারাও তাদের বদমেজাজের কারণ খুঁজে পাবেন।এতে পরিবারের সকলেই নিজেদের এবং আশপাশের মানুষের আচরণে ভালোমন্দ অনুধাবন করতে পারবেন।প্রয়োজনটা বলা-মনে রাখতে হবে, পরিবারের মানুষগুলো সবাই আপনার আপনজন। তাই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কখনই ভালো কিছু বয়ে আনবে না। তাদের ওপর ক্রোধ বর্ষণ না করে বরং জানান আপনার কী দরকার। তাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন সেটা তাদেরকে জানান মৌখিকভাবে। বিরক্ত হয়ে কারও কোনো উপকার হবে না।আলাদা সময়-দিনশেষে সবারই প্রয়োজন একটু নিজস্ব সময়। এটা নিজের ক্ষেত্রে নিজেই বেছে নিন। অন্যদেরকেও নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ দিন। আপনি অনেক কাজ করছেন আর আরেকজন ব্যক্তিগত সময় কাটাচ্ছে তা দেখে যেমন ফুঁসে ওঠা যাবে না তেমনি ঘরের কাজে সাহায্য করার মানসিকতাও থাকতে হবে। আর মন ভালো না লাগলে খুঁটিনাটি কোনো কাজে জড়িয়ে যান। চা বানাতে পারেন, বই পড়তে পারেন, সিনেমা দেখতে পারেন, বন্ধুর সঙ্গে ফোনে আড্ডা জমাতে পারেন।সবার মিলিত চেষ্টাই পারে একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে গড়তে।

মহামারীর সময়ে মেইকআপে সাবধানতা

যেহেতু বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে হচ্ছে সেহেতু হালকা মেইকআপই এখন ভালো।করোনাভাইরাসের এই সময়ে ফেইস মাস্ক, স্যানিটাইজার আর হাত মোজা হল দৈনদিন আনুষঙ্গিক। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন সাজগোজের এসেছে খানিকটা পরিবর্তন।মহামারীর এই সময়ে অনেক বেশি প্রসাধনী ব্যবহারের পরিবর্তে প্রসাধনীর ফর্মুলার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।ফাউন্ডেশন এড়িয়ে চলা: বর্তমানে যেহেতু মুখের অধিকাংশ অংশই মাস্ক দিয়ে ঢাকা থাকে তাই ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। ত্বকের শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন। ময়েশ্চারাইজার ও প্রাইমারের ওপরে ফাউন্ডেশনের প্রলেপ ত্বকের উপর ভারী পরতের সৃষ্টি করে।ভারতের রূপসজ্জা বিশেষজ্ঞ স্যাভলিন মনচন্দা পরামর্শ দেন, "যেহেতু এই সময়ে আমরা মাস্ক ব্যবহার করি তাই ফাউন্ডেশন ব্যবহার না করে কেবল 'কালার কারেক্টর' ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই সময় অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ও এসপিএফ ব্যবহার বাদ দেওয়া যাবেনা। এছাড়াও মেইকআপ হিসেবে মুখের উঁচু অংশে হাইলাইটার ব্যবহার করতে পারেন।"ফর্মুলার দিকে মনোযোগ দিন: ছড়িয়ে পড়বে না বা গলে যাবে না এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। মেইকআপ স্থায়ী করতে পাউডার ব্যবহার করার পরামর্শ দেন মানচন্দা। কেউ যদি ফাউন্ডেশন ব্যবহার করতে চান তাহলে তা যেন হালকা, তেল বিহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।ভ্রুয়ের দিকে মনোযোগ দিন: এই ভ্রু চেহারার আকার নির্ধারণে সহায়ক। বর্তমানে মাস্ক পরায় কেবল চোখ ও ভ্রুই বেশি নজরে পরে। তাই এর আকারের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।মানচন্দার মতে, যাদের ভ্রু প্রাকৃতিকভাবেই ঘন তারা এর আকারের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। প্রয়োজনে মাস্কারা দিয়ে তা সেট করে নিন। আর যাদের প্রয়োজন তারা আই ভ্রু পেন্সিল দিয়ে ভ্রু এঁকে নিতে পারেন।রঙিন আইশ্যাডো ব্যবহার: এই সময়ে রঙিন আইশ্যাডো, মাস্কারা, গ্লিটার আই লাইনার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন। এতে চোখের সাজ ফুটে ওঠবে।লিপ বাম: মাস্ক পরার কারণে লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারছেন না। তবুও ঠেঁটের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ঠেঁটের পরিচর্যার জন্য উন্নত মানের লিপবাম ব্যবহার করা উচিত। এতে ঠেঁট আর্দ ও মসৃণ থাকে।

ইতালিয়ান ফোকাচ্চা ব্রেড

পিৎজার মতো করে তৈরি করা হয় এই রুটি। রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিন।আমেরিকান উচ্চারণে ফোকাচিয়া নামে পরিচিত। অনেকে ফোকাশিয়া ব্রেডও বলেন। ইতালির এই জনপ্রিয় খাবার নিজেই তৈরি করুন।উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ। ইস্ট ১ চা-চামচ। লবণ আধা চা-চামচ। চিনি ১ চা-চামচ। অলিভ অয়েল দুতিন টেবিল-চামচ। কুসুম গরম পানি পরিমাণ মতো। সবজি পছন্দ মতো।পদ্ধতি: ময়দার সঙ্গে তেল ছাড়া পানি দিয়ে বাকি উপকরণ মিশিয়ে নরম ডো বানিয়ে নিন।প্রথম দিকে ডো'টা হাতে লেগে আসলেও ভালো মতো মথার কারণে এক সময় ঠিক হয়ে যাবে।এরপর উপরে অলিভ ওয়েল দিয়ে মেখে গরম কোনো জায়গায় ঢেকে রেখে দিন দুএক ঘণ্টা।দুই ঘণ্টা পর যে প্যানে বেইকড করবেন সেখানে দুতিন টেবিল-চামচ অলিভ ওয়েল দিয়ে এর ওপর ডো বা খামির দিয়ে তেলটা মাখিয়ে রেখে দিন যতক্ষণ না খামির নিজে নিজেই প্যানের আকার হয়ে আসছে।প্যানের আকার হয়ে আসলে ওপরে আবার দুক টেবিল-চামচ অলিভ অয়েল দিয়ে দুই হাতের আঙুল দিয়ে এলোপাতারি-ভাবে পাঞ্চ করে দিন।এর ওপর পছন্দ মতো সবজি, অরিগানো, চিলি ফ্ল্যাক্স ছিটিয়ে দিয়ে সাজিয়ে বেইকড করুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট বা উপরের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত।গরম গরম পরিবেশন করুন। এই রুটি ভেতরে নরম আর ওপরে মচমচে থাকবে।

ঘুম থেকে ওঠা ও প্রাতরাশের মাঝে আদর্শ বিরতি

অনেকেই ঘুম থেকে ওঠার পরে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকেন যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়।আদর্শ নাস্তা বলতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বি সমৃদ্ধ খাবারকে বোঝায়। তবে এই আদর্শ খাবার খাওয়ার আদর্শ সময় সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন।সকালের খাবার শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি। আদর্শ ও পুষ্টিকর সকালের নাস্তা বিপাক বৃদ্ধি করে এবং সারাদিন শক্তি সরবারহে সহায়তা করে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সকালের নাস্তার আদর্শ সময় সম্পর্কে জানানো হল। সকালে ঘুম থেকে উঠে যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা যায় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ততটাই উপকারী।ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা করা উচিত। এতে শরীরে বিপাকও বাড়ে।সকালে শরীরচর্চা করার অভ্যাস থাকলে হালকা কিছু খাবার যেমন- কলা বা অন্য কোনো ফল খেয়ে আধ ঘন্টা অপেক্ষা করে শরীরচর্চা করা উচিত।তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি খালি পেটে শরীরচর্চা করতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাহলে শরীরচর্চা শেষ করে নাস্তা করে নিন।ওজন কমাতে সঠিক সময়ে খাবার খান-হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির করা এক গবেষোণা থেকে জানা যায়, সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া না হলে ওজন নিয়ন্ত্রণ বেশ কষ্টকর হয়ে যায়।উপবাস করে ওজন কমাতে চাইলেও খেয়াল রাখতে হবে যেন রাতের খাবার ও সকালের নাস্তার মাঝে পার্থক্য ১২ থেকে ১৪ ঘন্টার বেশি না হয়।এর বেশি সময় ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব রাখে। অনেকেই 'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' পদ্ধতির মাধ্যমে ওজন কমাতে সফল হয়েছেন। তবে এটা নিজে করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত; তা আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা।গবেষণায় দেখা গেছে রাত ও সকালের খাবারের মাঝে ১২ ঘন্টার পার্থক্য খাবার হজমের জন্য যথার্থ। তাছাড়া এই 'সময় বিরতি' ভালো ঘুমেও সহায়াত করে। শরীরের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।খাবারের সঠিক সময়-সকালের নাস্তা: সকাল ৬ থেকে ১০টা। মাঝ সকালের নাস্তা: নাস্তা করার ২ থেকে ৪ ঘন্টা পরে।দুপুরের খাবার: বেলা তিনটার আগে।বিকালের নাস্তা: দুপুরের খাবারের ২ থেকে ৪ ঘন্টা পরে।রাতের খাবার: বিকাল ৫টা থেকে রাট ৮টার মধ্যে।সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া ওজন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে, চর্বি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং সারাদিন শরীর সচল রাখতে সহায়তা করে।

সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা

'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' পদ্ধতিতে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পদ্ধতি।বর্তমান মহামারীর কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানই ঘরে বসে কাজ করার পদ্ধতি চালু করেছে। তাই কাজের গতি ও মান যেন ঝিমিয়ে না পড়ে এবং সহকর্মীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেজন্য অনলাইনেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ঘরে বসে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্কে বজায় রাখা কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।কৌশল অনুসরণ: প্রথমত, কেনো এবং কীভাবে সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তা তাদের জানানোর ব্যবস্থা করুন। প্রতিষ্ঠানে আপনার ভূমিকা, দক্ষতা, যোগ্যতা, আগ্রহ, শখ ইত্যাদি বিষয়গুলো সহকর্মীদের জানান প্রয়োজন এবং সে অনুযায়ী তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই সময়ে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সবচেয়ে বড় বিষয়। পেশায় সমমনা লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ও যোগাযোগ বাড়াতে নিজের বিষয়গুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করুন। এতে পরিচিতি বাড়বে। এছাড়াও আপনার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্ত করা হলে তা পেশায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।উদার মনোভাব: নতুন কর্মীদের সঙ্গে ভালোভাবে যুক্ত হওয়ার অন্যতম উপায় হল তাদেরকে নিজের সম্পর্কে জানান এবং আপনার বিশেষ কোনো গুণ বা দক্ষতা থাকলে তাদেরকে সে ক্ষেত্রে সাহায্য করার চেষ্টা করা। কর্মদল গঠন করতে আপনার সহায়তা দরকার কিনা এবং সে অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা হতে পারে উদার মনোভাবের প্রকাশ।ভার্চুয়াল আলাপ আলোচনা: বর্তমানে, সাধারণ মিটিং, কনফারেন্স কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ম ক্ষেত্রে এগুলো অত্যাবশ্যক। তাই কাজের গতি ও মান মসৃণ রাখতে অনলাইনে কনফারেন্সের আয়োজন করুন। সারা সপ্তাহের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সহকর্মী ও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এছাড়াও, সহকর্মীদের খোঁজ খবর নিন। কাজের সময়ের বাইরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। মোটকথা, সহকর্মীদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ নিশ্চিত করুন।নতুন অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন: বর্তমানে অনলাইনে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে শেখার অনেক কিছু আছে। এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি নিজে ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অনলাইনে কাজ করার দক্ষতা বাড়াতে পারেন। ভার্চুয়াল কোচিংগুলো আপনাকে এই ধরনের কাজে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা করতে পারবে ও দক্ষতা বাড়াবে। তাই সহকর্মীদের সঙ্গে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

বৃহস্পতিবার প্রতিমা রায়ের উদ্দেশ্যে আয়োজিত স্মরণ সভা। ছবি- নিজস্ব।

এবার আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিজেপির রাজ্য কমিটিতে বৈশাখী

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স): সামনেই ২১ - র নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর চোখ ওদিকেই। ইতিমধ্যেই শোভন চট্টোপাধ্যায় বিজেপির রাজ্য কমিটিতে এসেছেন। শোভনের পর এবার বৈশাখী। আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে বিজেপির রাজ্য কমিটিতে এবার বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কার্যকারি বৈঠক শেষে এমনটাই জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

গতকাল বুধবারই বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ ও আমন্ত্রিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। যদিও উল্লেখযোগ্য বিষয় সেদিন সেখানে নাম ছিল না বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়ের। আগেই বিধায়ক হিসেবে আমন্ত্রিত সদস্য হয়ে রাজ্য কমিটিতে এসেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আর এবার আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাজ্য কমিটিতে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নেওয়া হবে বলে জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অন্যদিকে কমিটিতে বৈশাখী নাম যুক্ত হওয়ার কথা উঠতেই নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তবে এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট জানান, "দল যা ঠিক করবে তাই শেষ কথা, বিজেপিতে আলাদা করে কারোর জায়গা নেই"।

স্মার্ট কার্ডের পুরনো ব্যালেন্স ফিরে পেতে ৩০ সেপ্টেম্বরের আগেই করতে হবে রিচার্জ

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স): যাত্রীদের স্মার্ট কার্ডের পুরনো ব্যালেন্স ফিরে পেতে হলে ৩০ সেপ্টেম্বরের আগেই করতে হবে রিচার্জ। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছেন মেট্রোরেল জনসংযোগ আধিকারিক ইন্দ্রানী বন্দোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পরিবহন অ্যাপ "পথদিশা"র এর মাধ্যমে রিচার্জ করা যাবে স্মার্ট কার্ড। এদিন ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যাদের স্মার্ট কার্ডের মেয়াদ মার্চের ২২ তারিখ শেষ হয়ে গিয়েছে তারা এবং যাদের স্মার্ট কার্ডের মেয়াদ চলছে তাদের কেউ পুরনো ব্যালেন্স ফিরে পেতে হলে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইনে রিচার্জ করতে হবে। এরপর ওই স্মার্ট কার্ডের মেয়াদ বৈধ থাকবে আগামী এক বছর পর্যন্ত। পাশাপাশি ইপাস পেতে গেলে যে স্মার্ট কার্ড জরুরি সেকথাও জানানো হয়।

সম্প্রতি সংশয় তৈরি হয়েছে যাদের স্মার্ট কার্ড নেই তারা হয়তো মেট্রোতে চলতে পারবেন না। সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়ে এদিন মেট্রো তরফে জানানো হয়,সেক্ষেত্রে স্লট বুক করে কালার প্রিন্ট আউট বা কিউআর কোড নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে স্টেশনের গেটে থাকা আরপিএফকে। তারা সেটি দেখে সেই যাত্রীকে স্টেশনে ঢোকার অনুমতি দিলেই তিনি প্রবেশ করে স্মার্টকার্ড নিতে পারবেন। তার আগে ওই পথদিশা অ্যাপ্লিকেশনে টিকিট বুক করার সময় যাত্রীর নাম, সময়, তিনি কোন স্টেশন থেকে ট্রেনেও উঠবেন এবং তার গন্তব্য স্টেশনের নাম জানাতে হবে। যদি ওই সময় সংশ্লিষ্ট ট্রেনের আসন ফাঁকা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তিনি ট্রেনে ওঠার অনুমতি বা কিউআর কোড পাবেন। প্রতি ট্রেনের জন্য ৪০০ ইপাস ছাড়া হবে বলেও খবর মেট্রো সূত্রে।

মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার মনোজ যোশী বলেন, 'ব্যস্ত সময়ে ১০ মিনিট অন্তর এবং সাধারণ সময়ে ১৫ মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো চলবে ২০ মিনিট অন্তর।'

রায়গঞ্জে মৃত ৩ করোনা আক্রান্ত

রায়গঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ফের তিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হল। বৃহস্পতিবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মৃতদের মধ্যে একজন রায়গঞ্জ, একজন ইটাহার ও অপরজনের বাড়ি কালিয়াগঞ্জে। বৃহস্পতিবার বিকেলে রায়গঞ্জ শহর বন্দর শ্মশানঘাটের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তিনজন করোনা আক্রান্তকে সৎকার করার ব্যবস্থা করে রায়গঞ্জ পুরকর্তৃপক্ষ। এদিন হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম গিয়াসুদ্দিন সরকার(৬৫) বাড়িটা হাট থানার ভাগনৈল এলাকার নন্দন গ্রামে। ভরত হালদার (৪০) বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রোলগ্রামে। জীবন কৃষ্ণ সাহা(৭৪) বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার হসপিটাল পাড়া এলাকায়। এরা প্রত্যেকেই চলতি মাসের ৫ তারিখে করোনা আক্রান্ত হয়ে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত ছটপাড়ুয়া এলাকার মিক্কিমেঘা কোভিড হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন সকালে মৃত্যু হয় তাদের।

বাইপাসের ধারে জমি দেখিয়ে কোটি টাকার প্রতারণা, গ্রেফতার ৭

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স): এক ব্যাবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে বড়সড় জমি মাফিয়া চক্রের হদিশ পেল পুলিশ।জমি নিয়ে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে সাত জনকে গ্রেফতার করল বিমান বন্দর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন বিএলআরও অফিসের কর্মীও রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে যে সব ফাঁকা জমি রয়েছে। সেগুলির জাল নথিপত্র তৈরি করত অভিযুক্তরা। এরপর কোনও ব্যবসায়ীকে তাদের ফাঁদে ফেলে কোটি কোটি টাকায় জমি বিক্রির চেষ্টা করত। এইভাবেই ওই জমি মাফিয়াদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী। ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ করেন ওই ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বিমানবন্দর থানার পুলিশ।প্রথমে সুজয় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরেই নাম জড়ায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের এক কর্মীর। তাদের জেরা করে একে একে সাত জন রাঘবোয়ালের হদিশ পায় পুলিশ। বড়সড় জমি মাফিয়া চক্রের পর্দা ফাঁস করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

এবার কলকাতা মেট্রোয় প্রবেশ-বেরোনর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গেট

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স): আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে অবশেষে শহরে চাকা ঘুরতে পারে মেট্রোর। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে আগের থেকে অনেক বেশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এবার কলকাতা মেট্রোয় প্রবেশ-বেরোনর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে গেট।

করোনা আবহে মেট্রো চলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। আর তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনটি স্টেশন ছাড়া বাকি স্টেশনগুলোতে দুটি করে গেট খোলা থাকবে। দমদমে এসপ্ল্যানেডে মেট্রো স্টেশনে খোলা থাকবে চারটি গেট। অন্যদিকে পার্কস্ট্রিটে থাকবে তিনটি। সব স্টেশন মিলিয়ে মোট ২৬ টি গেট খোলা থাকবে। গেটের বাইরে পাহারায় থাকবে আরপিএফ কলকাতা পুলিশ। অন্যদিকে, স্টেশন চত্বরে থুতু ফেলা নিয়োগ করা হয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। স্টেশন চত্বরে থুতু ফেললেই জরিমানা ৫০০ টাকা। মেট্রো স্টেশনে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে পোস্টার। স্টেশনে নামার, ওঠার সিঁড়ি পরিস্কার করা হয়েছে। কোথাও কোনও পান, গুটখার চিহ্ন রাখা হয়নি। এর পরেও স্টেশন চত্বরে পানের পিক বা গুটখা বা থুতু ফেলে নোংরা করলেই দিতে হবে জরিমানা।

অন্যদিকে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর নিটের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরিষেবা শুরু হলেও ১৪ তারিখ থেকেই যাত্রী নিয়ে ছুটবে মেট্রো। যাত্রীদের সুরক্ষার কথা ভেবে ইতিমধ্যেই প্রতি স্টেশনে বসানো হচ্ছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য। এমনকি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে যাত্রীদের।

রোগী প্রত্যাখ্যান, এবার মিডল্যান্ড নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা স্বাস্থ্য কমিশনের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে ইতি মধ্যেই কলকাতার নানান হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে রোগী হয়রানির অভিযোগ। অনেক সময়ই বহু রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে। এবার কাঠ গড়ায় মিডল্যান্ড নার্সিংহোম। কড়া ব্যবস্থা বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য কমিশনের।

শহরের নানান সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে রোগী হয়রানির। যার জেরে মৃত্যুও হয়েছে বহু রোগীর। নানান সময় হাসপাতাল চত্বরের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে রোগী পরিবারের সদস্যরা। আর এবার রোগী প্রত্যাখানের জেরে মৃত্যুর অভিযোগে বেলঘরিয়ার মিডল্যান্ড নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ স্বাস্থ্য কমিশনরের। কিছু দিন আগেই ইছাপুরের শুভ্রজিৎ চ্যাটার্জীর মৃত্যু হয়। আর সেই ঘটনায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ স্বাস্থ্য কমিশনরের কাছে ৫ লক্ষ টাকা জমা রাখার নির্দেশ। তবে এখনও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি, শুনানি চলবে।

বেহালার রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

কলকাতা,১০ সেপ্টেম্বর (হি স): বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল দশা। কোথাও পিচ উঠে গিয়ে কঙ্কালসার অবস্থা আবার কোথাও খানাখন্দে একাকার। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পাশাপাশি বেহালদশা বেহালারও। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। রাস্তার খারাপ অবস্থায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী।

রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় , আশেপাশে তৈরি হয়েছে গর্ত। আর সেই গর্তে জমে রয়েছে জল। ফলে সমস্যায় পড়ছে এলাকাবাসীরা। যেকোনো মুহূর্তে গাড়ি উল্টে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। পাশাপাশি গাড়ির গতি শ্লথ ফলে অনেকক্ষন সময় লাগছে একটি রাস্তা পেরোতে। ১০ মিনিটের রাস্তাা পেরোতে সময় লাগছে ২০ মিনিট। ব্যস্ত সময়ে যানজটের জেরে ক্ষোভে ফুঁসছে নিত্যযাত্রীরা।

বৈশাখীকে রাজ্য কমিটিতে এনে শোভনের মান ভাঙাতে চান দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মান ভাঙাতে রাজ্যের প্রাক্তণ মন্ত্রী ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রাজ্য বিজেপির কর্মসমিতিতে ঢুকতে চলেছে। লক্ষ্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে শোভনকে সক্রিয় করে তোলা।

দুইজনই একসঙ্গে দিল্লি গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। কিন্তু বিজেপি-র হয়ে সক্রিয় হতে কোনওদিনই দেখা যায়নি তাঁদের। বরঞ্চ ঘাসফুল শিবিরে ফিরে যেতে ও তা নিয়ে নানা সময়ে রাজ্যের শাসক দলের শীর্ষনেতৃত্ব থেকে অনান্যদের সঙ্গে দরাদরি কষতেই বেশি শোনা গিয়েছে তাঁদের। যদিও পুরনো দলে কারোরই প্রত্যাবর্তন হয়নি। তবে দরজা যে পুরোপুরি চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছে একথা মোটেও বলা যাচ্ছে না। তারই মাঝে রাজ্য বিজেপির সদ্য সম্প্রসারিত কমিটিতে উল একজনের নাম। সেখানে নাম নেই ছায়াসঙ্গীর। তাই মান অভিমানের পালা চলছিলই।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালেই রাজ্য বিজেপির তরফে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠকে থাকার কথা শোভনবাবুরও। তবে তিনি যেহেতু আগেই রাজ্য বিজেপির কমিটিতে ঢুকে গিয়েছেন তাই তাঁকে আর আলাদা করে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বৈশাখীকে হঠাৎ করে আমন্ত্রণ কেন? তিনি তো রাজ্য বিজেপির কোনও কমিটিতে ঢোকার ছাড়পত্র পাননি! রাজ্য বিজেপির অভিমত এদিনই রাজ্য বিজেপির তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে বৈশাখী ঢুকে পড়ছেন রাজ্য বিজেপির কর্মসমিতিতে। সেই কারনেই ওনাকে এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

ভাষা শহীদ রাজেশ ও তাপস স্মরণ' করা হবে ২০ সেপ্টেম্বর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ২০ সেপ্টেম্বর 'ভাষা শহীদ রাজেশ ও তাপস স্মরণ' করা হবে। বৃহস্পতিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) তরফে এ কথা জানানো হয়।

২০১৮-র ২০ সেপ্টেম্বর শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দাড়িভিট হাইস্কুল। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণ দুই তরুণের মৃত্যু হয়। আহত হয় দশম শ্রেণির ছাত্র বিপ্লব সরকার। ঘটনার পর থেকে স্কুল তালা বন্ধ করে ধর্নায় বসে নিহতদের পরিবার। প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুণ্ডু এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক নুরুল হুদাকে সাসপেন্ড করে রাজ্য শিক্ষা দফতর। পরিচালন কমিটিও ভেঙে দেওয়া হয়। প্রশাসক হিসাবে বসানো হয় ইসলামপুরের মহকুমাশাসককে।

রাজ্য সরকার ঘটনার তদন্তের ভার সিআইডির হাতে দিলেও ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে আন্দোলনে নামে মৃত ছাত্রদের পরিবার ও দাড়িভিট গ্রামের বাসিন্দারা। বিজেপি গ্রামবাসীদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে প্রথম দিন থেকেই তাঁদের পাশে দাঁড়ায়। বিগত লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীও দাড়িভিট কাণ্ডকে সামনে রেখে প্রচারে নেমেছিল। রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ দাড়িভিট কাণ্ডের কেন্দ্রীয়ভাবে তদন্তের আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে এসে নরেন্দ্র মোদী নিহত ছাত্রদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার সিবিআই তদন্তের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয় বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী।

দাড়িভিট কাণ্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত বছর বিজেপি'র একাধিক কর্মসূচীতে নিহত দুই ছাত্রের বাড়ির লোকেরা সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি ওই দিন দাড়িভিট স্কুলে একজন ছাত্রছাত্রীও উপস্থিত হয়নি। ফাকা স্কুলেই শিক্ষকরা ওই দুই ছাত্রের উদ্দেশ্যে শোকসভা করেন।

সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৯ লক্ষ

বাল্টিমোর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৯ লক্ষ। জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ভাইরাসটিতে বিশ্বজুড়ে মারা গেছে ৯ লক্ষ ২ হাজার ৪৬৮ জন। এছাড়া এদিন সকাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ভাইরাসটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩২৫ জন। ইতিমধ্যে বিশ্বের ১৮৮টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এ প্রাণঘাতী ভাইরাস।

আমেরিকার দুই মহাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। প্রাণহানিও স্থিতিশীল রয়েছে।

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭২০ জন আর মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮১৫ জনের।

করোনায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৫ হাজার ৭৩৫ জন। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে মৃত্যু ১ হাজার ১৭২ জনের। ফলে ভারতের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪৬ জন। এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লক্ষ ১৯হাজার ০১৮ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৮৪ জন।করোনায় গোটা দেশের সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৫ হাজার ০৬২জনের।

তৃতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত ব্রাজিলে। দেশটিতে ৪১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৩৯ জনের। মৃত্যু বিবেচনায় দেশটি দ্বিতীয়।

সভাপতি হয়েই বাম কংগ্রেস জোটকে মজবুত করার বার্তা দিলেন অধীর

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স): প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে আসীন হয়েই বাম কংগ্রেস জোটকে আরও মজবুত করার বার্তা দিলেন অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি এদিন দল থেকে যে সমস্ত নেতারা বিজেপি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তাদেরকেও দলে ফিরে আসার জন্য আবেদন জানালেন তিনি।

সোমেন মিত্রের মৃত্যুর পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় ওই পদে কাকে আনা হবে তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল কংগ্রেসের অন্দরে। প্রথমে অধীর চৌধুরীর নাম প্রস্তাবিত করা হলেও তা নিয়ে সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন লোকসভার সাংসদ অধীর চৌধুরীই। বৃহস্পতিবার সভাপতি পদে আসীন হয়েই বিধান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তিনি।

এদিন সভাপতি হওয়ার পর বারবারই বাম কংগ্রেস জোটকে মজবুত করার বার্তা দেন অধীর চৌধুরী। একইসঙ্গে জানান বাম কংগ্রেসের জোট যদি মজবুত থাকে তাহলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূল কে এক ইঞ্চিও জমি ছেড়ে দিচ্ছে না প্রদেশ কংগ্রেস। এ প্রসঙ্গে নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, '২০১৬ সালে এই ঘরে বসেই আমি ঘোষণা করেছিলাম তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমরা বামেদের সঙ্গে সমঝোতা করেছি। বামপন্থীদের সাথে কখনোই নির্বাচনী রাজনৈতিক সমঝোতাকে আমরা হারাতে চাইনি। কিন্তু গতবারের বিধানসভা নির্বাচনের পর বামপন্থীদের মনে হয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচন করতে গিয়ে হয়তো তাদের আশানুরূপ ফল হয়নি। তাই তারা আলাদা হয়ে গিয়ে একলা চলতে চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস কখনোই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমরা জবরদস্ত লড়াই করতে জোট বদ্ধ'। এই বিষয়ে তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানকে আগামী নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ার জন্য বিষয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে বলা হয়েছে ওনাকে সহযোগিতা করতে। অধীরবাবু চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'বাম কংগ্রেস জোট শক্ত থাকলে আসন্ন নির্বাচনে আমরা তৃণমূল বা বিজেপি কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবো না'। অন্যদিকে, কংগ্রেসের অনেক দলীয় নেতা মান অভিমান করে বিজেপি ও তৃণমূলের যোগদান করেছেন। তাদের আহ্বান জানিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, 'পুরনো দলে ফিরে আসুন। আপনাদের যথাযোগ্য সম্মান মর্যাদা আমরা দিতে বাধ্য থাকব। দলে ফিরে আসার জন্য আন্তরিক আবেদন করছি'। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পার্টি এই দলকে সর্বাত্মকভাবে প্রাণবন্ত সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করবে বলেও এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন। বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পার্টি আবার আন্দোলনের জন্য নতুন করে পথে নামবে। করণা আবহ কাটলেই রাজ্যে স্বৈরাচারী সরকার তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন শুরু হবে'।

কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, আদিবাসীদের স্বার্থে একগুচ্ছ দাবী স্বরাজ ইন্ডিয়ার

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্বরাজ ইন্ডিয়া ও জয় কিষাণ আন্দোলন, ঝাড়গ্রাম জেলার পক্ষ থেকে তিন সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আজ গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বি.ডি.ও'র সাথে দেখা করে, এলাকার কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ২৮ দফা দাবী সনদ পেশ করেন।

তাঁরা বলেন অঞ্চলে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী এবং আদিবাসী শ্রেনীদের বহু সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এর ওপর করোনা অতিমারীর কারণে দুর্দশা আরো বেড়েছে। তাই তাঁরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন অবিলম্বে যেন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষকে দুর্দশামুক্ত করা হয়। ইতিবাচক পদক্ষেপ সরকারী তরফ থেকে গ্রহণ না করা হলে স্বরাজ ইন্ডিয়া ও জয় কিষাণ আন্দোলন মানুষকে সাথে নিয়ে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

পেশ করা দাবীসমূহ:

১) একশো দিনের কাজ সকল জব কার্ড গ্রাহকদের দিতে হবে।

২) এখনও যেসব প্রাপ্তবয়স্কর জব কার্ড হয় নি অথচ কাজ করতে সক্ষম, তাদের জব কার্ড করে কাজ দিতে হবে।

৩) কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম গ্যারান্টি করতে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। উৎপাদন খরচের দেড়গুন দামে গ্রামে ক্যাম্প করে প্রকৃত চাষীদের থেকে ফসল কেনা সুনিশ্চিত।

৪) চুক্তিচাষিরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।

৫) সমস্ত কৃষকদের সব ধরনের কৃষিঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করা।

৬) লকডাউন এবং আমপান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কৃষকদের এ্যাকাউন্টে ২৫ হাজার টাকা লকডাউন ক্ষতিপূরণ। ভাগ ও চুক্তি চাষীরা যাতে সমস্ত রকম সরকারী সুবিধা পায় সেটা নিশ্চিত করা।

৭) বনাধিকার আইন কার্যকরী করে আদিবাসী ও বনবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা।

৮) এ রাজ্যে পিএম কিষাণ প্রকল্পের ৬ হাজার টাকা ও কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ৫ হাজার টাকা প্রতিটি কৃষককে দেওয়া।

৯) কৃষিমজুর ও গ্রামীণ গরীবদের জব কার্ডে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

১০) কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের কাজ সকল গ্রামে চালু করা। কৃষিকাজকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা। ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরী।

১১) করোনা সময়কালে বিদ্যুৎ বিল মুকুব করা।

১২) জঙ্গলে শালপাতা তুলতে গেলে কোনও বাধা না দেওয়া।

১৩) হাতির দ্বারা ফসল নস্ট সহ ঘর ভাঙার ক্ষতিপূরণ দ্রুত প্রদান।

১৪)তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে শিবির করে জরুরী ভিত্তিতে শংসাপত্র প্রদান।

১৫) যারা এখনো ডিজিটাল রেশন কার্ড পায়নি অবিলম্বে তাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া।

১৬) গোপিবল্লভপুর - ১ ব্লকে সকল সমবায় গুলিকে পুনরায় সক্রিয় করা।

১৭) বেআইনী ভাবে বালি,তোলা বন্ধ করা, এবং ওভারলোভিংয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহন।

১৮) এই ব্লকের সকল কৃষকের স্বার্থে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা।

১৯) কৃষিকাজে ব্যবহারকারী সকল যন্ত্রপাতি সহ সার বীজ সুলভে মুল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

২০) নগদে কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার ব্যবস্থা।

২১) শস্য বিমা সকল কৃষকের করার ব্যবস্থা করা।

২২) প্রতিটি প্রবাসী শ্রমিককে ১০ হাজার টাকা দেওয়া।

২৩) করোনা এবং গ্রামীন চিকিৎসার উন্নতির জন্য ব্লক স্তরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা।

২৪) আদিবাসী সম্প্রদায়ের সকল পাট্টা জমি অবিলম্বে রেকর্ড করে দেওয়া।

২৫) বিপিএল তালিকাভুক্ত নয়, কিন্তু দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আবাস যোজনার অর্নভুক্ত করা।

২৬) অবিলম্বে এই ব্লকে কিষাণ মান্ডি তৈরী করা।

২৭) সকল কৃষকদের কেসিসি সুবিধা দেওয়া।

২৮) কৃষক বাজার তৈরী করা।

এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন স্বরাজ ইন্ডিয়া গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের আহ্বায়ক বেঞ্জামিন টুডু, জয় কিষাণ আন্দোলনের পক্ষ থেকে বারডু মান্ডি এবং অশোক মাহাতা।

ভুয়ো পোস্ট নিয়ে কলকাতায় গ্রেফতার আরও দুই

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স): বুধবারের পর বৃহস্পতিবার দুর্গাপুজোর ভুয়ো পোস্ট নিয়ে আরও দুজনকে গ্রেফতার করল লালবাজার। প্রসঙ্গত, এই একই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় বরানগর এবং রাজু বিশ্বাস ঘোলার বাসিন্দা। দুজনের বিরুদ্ধে ৫০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে লালবাজারের সাইবারক্রাইম বিভাগ আনন্দপুর থেকে কেশব চন্দ্র মন্ডল (৩২) ও শুভজিত ঘোষ (৪২) নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি এদের আদালতে তোলার পর পুলিশি হেফাজতে চাইবে বলেও জানানো হয়েছে লালবাজার এর তরফে।

সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক জুড়ে ঘুরছে বেশকিছু দুর্গাপূজা নিয়ে পোস্ট।যদিও এখন ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে সেই পোস্টগুলি। ওই পোস্টে বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই ভাইরাল পোস্টে লেখা, 'পঞ্চমী থেকে একাদশী পর্যন্ত বিকেল পাঁচটার পর থেকে জারি নাইট কার্ফু। সারারাত ঘুরে প্রতিমা দর্শন বন্ধ'।এছাড়াও ফুল ছাড়া অঞ্জলী দিতে হবে, মণ্ডপে পাঁচ জনের বেশি ঢোকা যাবে না সহ পুজো নিয়ে নানান বিষয় রয়েছে ওই পোস্টে। কিন্তু এই ধরনের নির্দেশিকা সম্পূর্ণ ভুয়ো।এরপরেই মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের তরফে টুইট করে এই ধরনের পোস্টিং ফেক বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজো সংক্রান্ত এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যারা হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়ো মেসেজ ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশের তরফে টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করে বড় অক্ষরে "ভুয়ো" লিখে দেয়। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়টি নিয়ে সরব হন। রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, যারা এই ধরনের ভুয়া পোস্ট করেছে তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। পাশাপাশি দোষীরা ধরা পড়লে তাদের কান ধরে উঠবস করানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করে গ্রেফতার করা হয় একের পর এক অভিযুক্তদের। তবে এই অভিযুক্তদের মধ্যে কোন সংযোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিম্নচাপ ধেয়ে আসতে পারে বাংলার দিকে

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী রবিবার বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধতে চলেছে একটি নিম্নচাপ। যদি সেটি মধ্য বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধে তো দুর্ভোগে পোহাতে হবে বাংলাকে। তবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে এ রাজ্যে। সেক্ষেত্রে বন্যার একটা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ দানা বাঁধলে তা বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। দুর্বল নিম্নচাপ হয়েই স্থলভূমিতে প্রবেশ করে। সাধারনত এই সব নিম্নচাপ স্থলভূমিকে ঢুকেই বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকে। সঙ্গে থাকে অল্প ঝোড়ো হাওয়া। একই সঙ্গে দ্রুত শক্তিও হারাতে থাকে সেই নিম্নচাপ। ফলে দেখা যায় উপকূলবর্তী এলাকা ও ১০০-১৫০ কিমি ভেতর পর্যন্ত এই নিম্নচাপ বেশ বৃষ্টি ঝরতে পারে। কিন্তু তারপরে আর সেভাবে বৃষ্টি ঝরাতে পারে না। দুর্বল থেকে অতি দুর্বল হয়ে কার্যত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে, রবিবার যে নিম্নচাপ দানা বাঁধতে চলেছে বঙ্গোপসাগরের বুকে তা উত্তর বঙ্গোপসাগরেই জন্ম নেবে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই নিম্নচাপ বাংলা-ওড়িশা সীমানা দিয়ে স্থলভূমিতে প্রবেশ করবে। তার জেরে রাজ্যের উপকূলবর্তী দক্ষিন ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। মাঝারি মাপের বৃষ্টি হবে উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদীয়া জেলায়। দক্ষিনবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

ছয়ের পাতায়

অসমে গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ জনকে নিয়ে নিহত ৩৯৮ জন, কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৩০৬৬

গুয়াহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় এ যাবৎকালে সর্ববৃহৎ সংখ্যায় মৃত্যু হয়েছে অসমে। বুধবার রাত পর্যন্ত কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৮ জন। গতকাল রাত পর্যন্ত তাঁদের নিয়ে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৯৬। এরই মধ্যে আজ কোকরাঝাড়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই হিসাবে রাজ্যের করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৯৮। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড এখনও এই দুই নিহতের তথ্য দেয়নি।

গতকাল রাতে গোটা রাজ্যে নতুন ২,২৪৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে টুইট করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। একই টুইটে তিনি জানিয়েছিলেন টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৭.১০ শতাংশ। মঙ্গলবার এই হার ছিল ৭.৪৮ শতাংশ। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১,৫৬২টি টেস্টে এই সকল ব্যক্তিকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পজিটিভদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় রয়েছেন কামরূপ মহানগর জেলার ৬৪১ জন, ডিব্রুগড় জেলার ১৭০, যোরহাটের ১৪০ এবং লখিমপুরের ১০৬ জন। নতুন পজিটিভদের নিয়ে অসমে এখন পর্যন্ত মোট ১,৩৩,০৬৬ জন কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিন জন বহিঃরাজ্যে রয়েছেন, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ২,২৬৫ জন কোভিড রোগীকে সুস্থ বলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়ে রাজ্যে আরোগ্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,০৩,৫০৪-। তবে এখনও সক্রিয় ২৯, ১৬৩ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে।

এদিকে বুধবার রাত পর্যন্ত ১৮ জন কোভিড রোগী মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাদের নিয়ে অসমে নিহতের সংখ্যা ছিল মোট ৩৯৬ জন। তাঁদের মধ্যে চারজন ডিব্রুগড় জেলার, তিনজন করে তিনসুকিয়া ও ধুবড়ি এবং দুজন করে কামরূপ মেট্রো ও নলবাড়ি জেলা এবং বাকি চারজন চড়াইদেও, বঙ্গাইগাঁও, শিবসাগর এবং শোণিতপুর জেলার বাসিন্দা। তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ কোকরাঝাড় জেলায় যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের চেচাপানি মাগুরমারির রাজুকুমার বসুমতারি (৪৩) এবং তিনটিলা শালকোচার আবদুল জলিল (৩৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এই দুজনকে নিয়ে কোকরাঝাড় জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছেন ১৮ জন। জানা গেছে, রাজুকুমার বসুমতারির শরীরে গতকালই কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর পর তাঁকে গৃহ একান্তবাসে পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া আরেক নিহত জলিল ছিলেন বেশ্বরগাঁওয়ে কোভিড আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

তথ্য জানার অধিকার পঙ্গু এই বাংলায়, তোপ জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) নিয়ে ফের তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে লেখেন, আরটিআইয়ে তথ্য জানার ব্যাপারে মমতা প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্য সামনে কঠোর পরিস্থিতি আসছে। তথ্য জানার অধিকার মান্যতা পাচ্ছে না ভুলগুলো ধামাচাপা দিতে। এই লৌহ অচলায়তন কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা, পক্ষপাতিত্বের মত অপরাধের প্রশ্রয় দিচ্ছে।অতিমারির সময়কালে কেনাকাটা, আমফানের ত্রান ও রেশনে দুর্নীতি নিয়ে আগে নানা সময়ে টুইটে সরব হয়েছেন ধনকর। আজও তিনি এই তিন বিষয়ের উল্লেখ করে লেখেন, এ সব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। কেবল সময়ের অপেক্ষা। যাঁরা মমতা প্রশাসনের তথ্য দেখভাল করেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন তথ্য গোপন করে তাঁরা অপরাধ করছেন। আইন তাঁদের বিচার করবেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

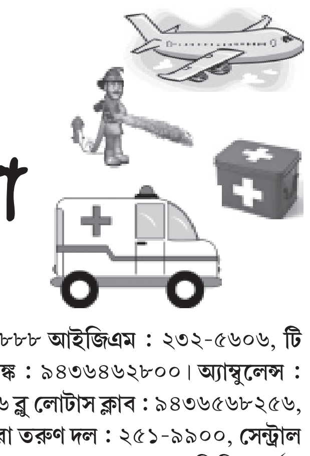

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রদ বদল মুখ্যমন্ত্রীর শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকের

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স):পাঁচ সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকের রদবদলের মধ্য দিয়ে রাজ্য পুলিশ স্তরকে ঢেলে সাজালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তাঁর প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিক বিনীত গোয়েলেরও রদ বদল করলেন তিনি।

নবান্ন তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিরেক্টর সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত বিনীত গোয়েলকে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের এডিজি পদে উন্নীত করা হয়েছে। তাঁর বদলে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব পেলেন বিবেক সহায়। তিনি এতদিন পথ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক সংক্রান্ত ক্ষেত্রের এডিজি পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। এছাড়াও এডিজি ট্রাফিক-২ এন রমেশ বাবুকে এডিজি টেলিকমিউনিকেশন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। মূলত সাইবার ক্রাইম ও এই সংক্রান্ত ক্ষেত্রের অপরাধ আরও কড়া হাতে দমন করতেই এই সিদ্ধান্ত বলেই জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, অজয় কুমার নন্দা আইজি এসটিএফ পদে ছিলেন, তাঁকে আইজি, কাউন্টার ইনটেলিজেন্স ফোর্স পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অজয় কুমারকে এডিজি ট্রাফিক ও পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গতকালই অজয় নন্দা ও বিনীত গোয়েলের নাম কার্যত সুপারিশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতোই এই বদলি করা হল বলেই পুলিশ সূত্রের খবর। যদিও নবান্নের তরফে এই বদলিকে রুটিন বদলি বলেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।

আনলক ৪.০ পর্বেও খোলেনি পার্ক, চিন্তায় হেভিওয়েট পুজো কমিটি

কলকাতা, ১০সেপ্টেম্বর(হি.স): আনলক ৪.০ পর্বেও খোলেনি শহরের ৩০০টির বেশী পার্ক। এদিকে শিয়রে দুর্গাপুজো। ফলে ওই পার্কগুলো বন্ধ থাকায় পুজো নিয়ে কার্যত অনিশিত হয়ে পড়েছে ২৫০টি পুজো কমিটি। করোনার আবহে মহামারী আইনে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা পুরনিগমের সবকটি পার্ক বন্ধ রাখা হয়েছে। পার্ক বন্ধ থাকার ফলে সেখানে হওয়া পুজোগুলিও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য ও উদ্যান বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, 'রাজ্য সরকার করোনা সংক্রমণের জন্য পার্ক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তাই মার্চ মাস থেকেই শহরের সব পার্ক বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত পার্ক খোলা হবে না'।

এখন এই অনিশ্চয়তার গেরোয় পড়ে গিয়েছে বেশ কিছু নামীদামী পুজো। এমনকি এর মধ্যে রয়েছে বেশি কিছু নেতা মন্ত্রীদের পুজোও। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাওয়া পুজোগুলির মধ্যে রয়েছে দেশপ্রিয় পার্ক, কুমোরটুলি পার্ক, হাজরা পার্ক, ম্যাডক্স স্কোয়ার, কাশি মিত্র বোস লেন, কসবা তালবাগান, বড়িশা সর্বজনীন, শ্রীভূমি, লেবুতলা পার্ক, বাগবাজারের পুজো, কলেজ স্কোয়ার। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব পুজোর সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের যেমন এইবছর মন খারাপ তেমনি মনখারাপ ওই সব পাড়ার বাসিন্দাদেরও।

আনন্দপুর কাণ্ডে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পুলিশের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স):ইতিমধ্যেই আনন্দপুর কাণ্ডে খুলে গিয়েছে নানান পর্দা। জানা গিয়েছে আসলে শ্লীলতাহানি নয় বরং নির্যাতিতা অভিযুক্ত আগে থেকেই তারা ছিল পূর্ব পরিচিত। কিন্তু মাঝখান থেকে আহত হলেন নিরপরাধ প্রতিবাদী মহিলা। আর তাই বৃহস্পতিবার আনন্দপুর কাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন লালবাজারে আধিকারিকদের।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাত ১২ টা নাগাদ ইএম বাইপাসে। এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দারা গাড়ি করে রাস্তায় বেরিয়ে ছিলেন। আর তখনই তারা দেখতে পান অন্য এক গাড়িতে এক মহিলা চিৎকার করছেন। তরুণীর আর্তনাদ শুনে এগিয়ে যান নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় নামে এক মহিলা। তখন ওই অভিযুক্ত ধাক্কা দিয়ে তরুণীকে গাড়ি থেকে ফেলে দেয় এই ভেবে গাড়িটিকে ধরতে গেলে যে মহিলা তরুণীকে বাঁচাতে এসেছিল তার পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় পলাতক অভিযুক্ত। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসারত উদ্ধারকারী নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই প্রতিবাদী মহিলা। এরপরই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। তিনদিন গা-ঢাকা দেওয়ার পর অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। এর পরেই জানা যায় অভিযুক্ত নির্যাতিতা হবু স্বামী স্ত্রী। এবং শ্লীলতাহানীর ঘটনা সম্পূর্ণই সাজানো। ইতিমধ্যেই দুজনকে সামনে বসিয়ে জেরা করা হবে বলে খবর। কিছুদিন পরেই অভিযুক্ত ও নির্যাতিতার বিয়ের কথা ছিল। আর তাই নতুন জীবন শুরুর আগে ঘটনার দিন রাতে গাড়িতে বসেই কোথায় ফ্ল্যাট কিনবেন তা নিয়েই বচসা চলছিল। বচসা চলতে চলতে তরুণী রাগের বশে অভিযুক্তের ডান হাতের আঙ্গুলে কামড় বসায়। এরপর নিজেই চলন্ত গাড়িতে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায় নির্যাতিতা। আর সেটা দেখেই আহত উদ্ধারকারী ভেবেছিলেন হয়তো তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা ভুল পুলিশের জেরার সামনে এমনটাই দাবি অভিযুক্তর। কিন্তু তাদের দুজনের ব্যক্তিগত ঝামেলা পাবলিক প্লেসে করাতেই সেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়কে। আর তাই এদিন আনন্দপুর ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন ঘটনাস্থলে যান লালবাজারে আধিকারিকরা। আহত নিরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পুলিশকর্তারা হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেন।

হাওয়াবদল

দুইয়ের পাতার পর

উৎসাহ—তাই খুবই মজা পাচ্ছি।

আর মজার কথা, এই অন্যদ্বীপ বইটি অনেক বছর আগেই বাংলার প্রথম ই-বুক হয়ে ফ্লপিতে বেরিয়েছিল—শুভেন্দু বলে দুর্গাপুরের একটি পথিকৃৎ যুবক পরম উৎসাহে প্রকাশ করেছিল প্রায় ১৯-২০ বছর আগে। অন্যদ্বীপ প্রত্যেকটি ফ্লপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল । ফ্লপি তো আর আমরা কেউ দেখি না এখন—ফ্লপি ড্রাইভ কাকে বলে সে তো আজকালকার ছেলেপুলেরা জানেই না। হাওয়াবদল তো একেই বলে। তাই না?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

বাংলার দিকে

পাচের পাতার পর

মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ যেমন শক্তি সঞ্চয় বেশি করতে পারে তেমনি কিছুটা হলেও দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দেওয়ার সময় সে বেশ কিছুটা পরিমাণে জলীয় বাষ্প টেনে নিতে পারে। তার জেরেই দেখা যায় স্বল্প পাল্লার সামুদ্রিক ঝড় হয়ে সেগুলি স্থলভূমিতে প্রবেশ করছে। তার জেরে উপকূল এলাকাতে তো বটেই উপকূল থেকে ১৫০-২০০ কিমি ভেতরের এলাকাতেও ভালো ঝড়বৃষ্টি হতে দেখা যায়। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য বন্যারও সৃষ্টি করে এই নিম্নচাপ।

দিলীপ ঘোষ

পাচের পাতার পর

গত মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির কর্মসমিতির তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পদাধিকারী, স্থায়ী আমন্ত্রিত, বিশেষ আমন্ত্রিত মিলিয়ে সেই ১৩১ জনের তালিকায় নাম ছিল কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের শোভনবাবুর। কিন্তু বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সে তালিকায় দেখা যায়নি। তিনি নিজে কোনও মন্তব্য সে দিন না করলেও এর পর থেকেই অসন্তোষের আভাস মিলতে শুরু করে শোভন শিবির থেকে। শোভন ক্ষোভ গোপন করেননি।

করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে চিকিৎসা পরিষেবার প্রতি নজরদারি রাখতে হবেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর।। করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে আরও বেশি করে চিকিৎসা পরিষেবার প্রতি নজরদারি রাখতে হবে। জেলার হাসপাতাল এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিস্কার রাখা, করোনা রোগীরা কেয়ার সেন্টারগুলিতে সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা, রোগীদের খাবার সঠিকভাবে মিলছে কিনা সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। আজ উদয়পুরে গোমতী জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে কোভিড-১৯ নিয়ে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত কল সেন্টার খোলা হয়েছে সেগুলি দিনরাত খোলা রাখতে হবে। যারা ফোন করছেন সংশ্লিষ্ট সেই রোগীর শ্বাসকষ্ট রয়েছে কিনা, জর আছে কিনা, বয়স কত, অন্য কোন উপসর্গ রয়েছে কিনা তা জেনে নিতে হবে যাতে দ্রততার সাথে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড কেয়ার সেন্টারে রেখেই রোগীদের সুস্থ করে বাড়িতে পাঠাতে হবে। শুধুমাত্র সংকটজনক রোগীদেরকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। হোম আইসোলেশনে থাকা পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দক'ত ১,৫০০ টাকা অথবা সমপরিমাণ অর্থের খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলা সহ চিকিৎসা পরিষেবার যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন। কোভিড কেয়ার সেন্টারের কি পরিকাঠামো রয়েছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন এবং যে পরিকাঠামো রয়েছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি দূর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় গোমতী জেলার জেলাশাসক ড. টি কে দেবনাথ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মোকাবিলায় শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জেলার চিত্র ও প্রশাসনের কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সভায় রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নিরুমোহন জমাতিয়া জেলার করোনা রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। সভায় গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল, এস ডি এম ও, মহকুমা শাসক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসার পরিষেবা ও তাদের থাকা খাওয়া সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সেন্টারে কর্মরত চিকিৎসক ও নার্সদের সাথেও কথা বলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলে পুড়ছে সবুজ অরণ্য

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক্যালিফোর্নিয়ায় পুড়ে খাক ২৫ মাইল সবুজ অরণ্য। পুড়েছে বাড়িঘরও। বুধবার নতুন করে প্রাণ গিয়েছে তিনজনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। জানা গিয়েছে, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে এই দাবানল ছড়ায়। গত তিন সপ্তাহ ধরেই জ্বলছে বনভূমি। পুড়ছে বাড়ি-ঘর। নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন। উলটে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দ্রুত ছড়াচ্ছে দাবানল। জেরে মার্কিন মুলুকের অন্যতম উষ্ণ এলাকা হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। আশেপাশের প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও স্বস্তি নেই। দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ১২ হাজার দমকল কর্মী। শুকনো পাতাঘেরা জঙ্গল দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। এই দাবানলের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই বেড়েছে।

রাজ্যে ১২ সেপ্টেম্বরের লকডাউন প্রত্যাহার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা সংক্রমনের রাশ টানতে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। চলতি সপ্তাহে ১১ সেপ্টেম্বর ও ১২ সেপটেম্বর লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে, ১২ সেপ্টেম্বরের লকডাউন প্রত্যাহার রাজ্যের। বৃহস্পতিবার টুইট করে নিজেই এ কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষা। আর তাই ১২ সেপ্টেম্বরের লকডাউন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে, পরীক্ষার কেন্দ্রগুলিতে তাদের ভ্রমণকে স্বাচ্ছন্দ্যে সহায়তা করতে, ১২ তারিখে লকডাউনটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অসংখ্য অনুরোধ পেয়েছি তাদের আগ্রহের বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। যাতে তারা সঠিক হয় পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে তাই এই সিদ্ধান্ত। আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাই ”।

সদ্যোজাতর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ি পুর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার একটি ধান ক্ষেত সদ্যোজাতর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয়রা জমিতে কাজ করে ফেরার সময় শ্রমিকরা প্রথম বস্তাটিকে দেখতে পান। বস্তা খুলতেই ভিতরে সদ্যোজাতর দেহ দেখতে পান তারা।

পুলিশের অনুমান দেহটি একদিনের বেশী পুরোনো নাও হতে পারে। জন্মানোর পর তার নাভিও কাঁটা হয়নি। এদিন বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধারের খবর দেওয়া হয় স্থানীয় কাউন্সিলার কৃষ্ণদেব রায়কে। তিনি পুলিশে খবর দেন এবং পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হতাশা থেকে মুক্তি পেতে কলকাতায় ”হলুদ বিপ্লব”

কলকাতা,১০সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা অবহে চলতি বছর প্রচুর পরিমাণে আত্মহত্যার ঘটনা উঠে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যা। অনেকে আবার করোনা আতঙ্কে করেছে আত্মহত্যা। আর এবার মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ মেনে বৃহস্পতিবার কলকাতায় পালিত হচ্ছে ”হলুদ বিপ্লব”।

হতাশাকে বধ করতে বৃহস্পতিবার ”বিশ্ব আত্মহত্যা-বিরোধী দিবস” পালন করা হচ্ছে। হলুদ আশার প্রতীক। মনের গহীনে আনন্দের ফুল ফোটায়। তাই বেঁচে নেওয়া হয়েছে এই রংকেই। ”হলুদ বিপ্লব”কে সমর্থন করেছেন টলিপাড়ার অনেকেই।

গুরুতর মহিলা

প্রথম পাতার পর

বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের জেরে বুধবার রাত দশটা নাগাদ নিরঞ্জন দেবের পরিবারের লোকজন রা জীবন দেবের স্ত্রী গৌরী দেবকে মারধর করে। তাতেই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

পুড়ল বাড়ি

প্রথম পাতার পর

এর ফলে বাড়ির অন্যান্য ঘর এবং গবাদিপশু অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার জন্য অভিযোগের তীর বিরোধীদল সিপিএমের দিকে। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

মানিক দে

প্রথম পাতার পর

যারা আছে তাদের যাচাই করে ভি আর এস এ পাঠানো হবে। এল আই সি-কে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। বিশাল বেকারে দেস তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আগামী দিনে অনাহার — অর্ধাহার দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি। এর বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন গুলি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে মানুষকে রক্ষা করার দাবি জানান প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দে।

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

সুভাষ চন্দ্র দাস, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার প্রমুখ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জেলার পুলিশ সুপার ক'যেন্দ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়ণ সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক তমাল মজমদার, জেলার তিন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব লালসিংমুড়াস্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। কোভিড কেয়ার সেন্টারের রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা ও তাদের থাকা খাওয়া বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফ্রান্সের

প্রথম পাতার পর

সেইসব দেশগুলি যারা ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সংযুক্তিকরণ বড় বার্তা বহন করে চলেছে।

সম্প্রতি নিজের বিদেশ সফরেও বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে একই কথা জানিয়েছিলেন রাজনাথ সিং। ভারতকে নিজের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা কোনভাবেই সমঝোতা আপস করবে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নিজেদের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার্থে ভারত যেকোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। সম্প্রতি দেশের সীমান্তে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। আজকের এই সংযুক্তিকরণ এর জন্য বায়ুসেনার সকল আধিকারিক এবং কর্মীদের অভিনন্দন জানাই। সম্প্রতি সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবিলার জন্য খুব কম সময়ের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিপুল পরিমাণে সমরসজ্জা স্থাপন করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।

লুটপাট

প্রথম পাতার পর

একই রাতে এগারোটি টবাড়িতে চোরের সাফাই অভিযান কদমতলা থানার ইতিহাসে প্রথম ঘটেছে। তাই আজ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কদমতলা থানার গুণধর ওসি কৃষ্ণধন সরকার লোক দেখানোর নামে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে ইচাইলালছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চুরি যাওয়া এগারটি বাড়িতে ঝটিকা সফর করেন। তবে গৃহস্বামী থেকে শুরু করে ওই এলাকার সাধারন জনগন থানার বড়বাবুর ঝটিকা সফর যে নাম কি ওয়াস্তে সার তা আর বুঝতে বাকি থাকেনি কারোর। কেননা কদমতলা থানার ওসির দায়িত্বে কৃষ্ণধন সরকার আসার পর থেকে তীর জুয়া চুরি সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গুণধর ওসি বাবু সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তা দিতে না পারলেও মুখে যে সর্বক্ষণ ফুলজুরি ছড়াচ্ছেন তা সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে পুলিশের উচ্চ আধিকারিকদেরও জানা।

স্থানীয়দের অভিযোগ কদমতলা থানার গুণধর ওসির আশীর্বাদে থানার এক পুলিশ অফিসার কদমতলা থানা এলাকায় মাসিক চাঁদা কালেকশন এর বিশাল সাম্রাজ্যও গড়ে তুলেছেন। তবে তাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত রয়েছে থানার বড়বাবুর। কদমতলা থানার গুণধর ওসির গুণকীর্তি নিয়ে স্থানীয় জনগণ পূর্বেও লিখিতভাবে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওসি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। সুতরাং স্থানীয়রা জোরালো দাবি তুলছেন কদমতলা থানা এলাকায় কদমতলা পুলিশের টহলদারি সঠিকভাবে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের অন্যত্র বদলীর দাবি তুলছেন স্থানীয় জনগণ।

পুলিশ

প্রথম পাতার পর

দেখাচ্ছেনা।সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে। তারা অভিযোগ করেন অনেকের পরিবারে অনাহার-অর্ধাহারে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বাধা কাটে পার্থ মজুমদার নামে এক চাকরিচ্যুত শিক্ষকের হৃদ রোগে মৃত্যুর ঘটনাকে রাজ্য সরকারের গাফিলতি কে দায়ী করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানান। রাজ্য সরকারের এ ধরনের খামখেয়ালিপনা তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

এদিকে আমরা ১০৩২৩ চাকরি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আজ আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। তারা ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর সদর কার্যালয় এলাকায় আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন.। তাদেরকে আগরতলায় আটকে দেওয়া হয়।পুলিশ তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে তাদেরকে সেখানে আন্দোলনে অংশ নিতে দেওয়া যেতে দেওয়া হবে না। তাদের প্রত্যেককে বাড়ি ঘরে ফিরে যেতে বলেছে পুলিশ। পুলিশের এহেন ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা।গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর এক ধরনের দমন-পীড়ন নীতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে তারা স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।আগামী দিনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী

আটের পাতার পর

মাধ্যমে আগামী দিনে মৎস্য চাষ এবং বিক্রয়ের জন্য নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিহারের পাটনা, পূর্ণিয়া, সীতা মারি, মাধেপুর, কিশানগঞ্জ, সমস্তিপুর নতুন বাজারের উদঘাটন করা হয়েছে। সমুদ্র এবং নদীর মৎস্য চাষের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এত বৃহৎ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা আগে কখনো নেওয়া হয়নি।

বিস্ফোরক উদ্ধার

আটের পাতার পর

তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রিয় করা হয়। এদিন ভোরে বারামুল্লার দাঙ্গীওচ্ছা এলাকায় চাটলোরা বাসস্টপে কাছে বিস্ফোরকটি বাজেয়াপ্ত করে টহলরত নিরাপত্তা বাহিনী।নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়কে বিস্ফোরক দিয়ে ওড়ানোর উদ্দেশ্যে এমন চক্রান্ত করেছিল জঙ্গিরা বলে জানা গিয়েছে.

উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত চার দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার উত্তর কাশ্মীরে আইডি বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করল নিরাপত্তা বাহিনী। প্রথম আইডি বিস্ফোরকটি পাওয়া গিয়েছিল কুপওয়ারা জেলার ড্রুগমুল্লা এলাকায়।

‘ডালগ্লিশের হাত থেকে ট্রফি নেওয়া হবে বিশেষ কিছু’

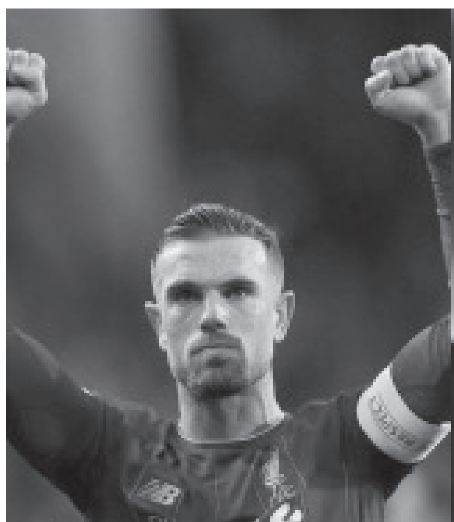

তিন দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে লিভারপুলের লিগ শিরোপা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। কিন্তু ট্রফি হাতে নেওয়া হয়নি। এবার শেষ হচ্ছে সেই অপেক্ষাও। আর এই ট্রফিটি কিংবদন্তি কেনি ডালগ্লিশের হাত থেকে নিতে পারবেন বলে দারুণ উচ্ছ্বসিত লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া ১টায় চেলসির মুখোমুখি হবে লিভারপুল। ম্যাচ শেষে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলকে দেওয়া হবে চলতি মৌসুমের লিগ ট্রফি।লিভারপুল এর আগে সবশেষ লিগ জিতেছিল ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে, তখনকার কোচ ডালগ্লিশের হাত ধরে। বিবিসিকে হেন্ডারসন জানান, ডালগ্লিশের কাছ থেকে ট্রফি গ্রহণ তাদের জন্য হবে ‘বিশেষ কিছু।’“তিনি এই ফুটবল ক্লাবের একজন কিংবদন্তি, অনেক বড় মাপের মানুষ, যাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।”২০১১ সালে সান্ডারল্যান্ড থেকে লিভারপুলে যোগ দেন হেন্ডারসন, ডালগ্লিশ তখন দ্বিতীয় মেয়াদে ক্লাবটির কোচের দায়িত্বে ছিলেন। চলতি মৌসুমে দলটির লিগ শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা ছিল হেন্ডারসনের। এ মাসের শুরুতে চোট নিয়ে শেষ চার ম্যাচ থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে এই ইংলিশ মিডফিল্ডার লিগে খেলেন ৩০ ম্যাচ। গোল করেন চারটি।গত বছর তিনি লিভারপুলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পর এবার জিতলেন লিগ শিরোপা। বিভিন্ন সময়ে তাকে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে অনেক। হেন্ডারসন জানালেন, সেই সব সমালোচনা তাকে জোগায় বাড়তি অনুপ্রেরণা।“অতীতে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে, একজন ফুটবলার হিসেবে সমালোচনা শুনতেই হবে। আমি মনে করি, আমি এটিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা শিখেছি- বাড়তি অনুপ্রেরণা ও শক্তি হিসেবে, যা আমার ক্যারিয়ারে সাহায্য করেছে।”সাত ম্যাচ বাকি থাকতে লিভারপুলের শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বের নিয়ম উপেক্ষা করে হাজারো সমর্থক অ্যানফিল্ডের বাইরে উদযাপন করেছিল। ট্রফি উঁচিয়ে ধরার দিনে সমর্থকদের ঘরে থাকার আহ্বান জানান লিভারপুল অধিনায়ক।

পিএসজিতেই থাকছেন এমবাপে

কিলিয়ান এমবাপের দলবদল নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। তবে ফরাসি এই তরুণ ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়ে দিলেন, ‘যা কিছুই হোক না কেন’, পরবর্তী মৌসুমে পিএসজিতেই থাকবেন তিনি।

নিজেদের মাঠে মঙ্গলবার প্রীতি ম্যাচে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন সেল্টিককে ৪-০ গোলে হারায় পিএসজি। ম্যাচের মাঝবিরতিতে বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপে নিশ্চিত করেন, বর্তমান দলে থাকছেন অন্তত আরও এক মৌসুম।“আমি এখানে আছি। চার বছরের পরিকল্পনার অংশ আমি।”“ক্লাব, সমর্থক, সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তির ব্যাপারটি। তাই যা কিছুই হোক না কেন, আমি এখানেই থাকব।”২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে পিএসজিতে যোগ দেওয়া এই তারকা জানালেন, ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে উজার করে দেবেন নিজের সবটুকু।“আমি চেষ্টা করব দলকে ট্রফি এনে দিতে, ঢেলে দেবে আমার সেরাটা।”বিভিন্ন সময়ে ২১ বছর বয়সী এই তারকার রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। এমবাপে নিজেও বলেছেন রিয়ালের প্রতি ভালো লাগার কথা। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের প্রেসিডেন্ট যদিও গত সপ্তাহে বলেছেন, এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে বড় বাজেটের কোনো খেলোয়াড় দলে নেবেন না তারা।প্রীতি ম্যাচটিতে এমবাপের গোলেই ম্যাচের প্রথম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধে টমাস টুখেলের দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আন্দের এররেরা ও পাবলো সারাবিয়া।বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে বাতিল হয় কেবল ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। এপ্রিলের শেষ দিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় নেইমার-এমবাপেদের।তবে মৌসুমে এখনও তাদের সামনে রয়েছে ফরাসি কাপ, লিগ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা। এজন্যই প্রীতি ম্যাচে তারা ঝালিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। আগামী শুক্রবার ফরাসি কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ সাঁত এতিয়েন। আর ৩১ জুলাই ফরাসি লিগ কাপের ফাইনালে লিওঁর বিপক্ষে খেলবে টুখেলের দল।আগামী ১২ অগাস্ট তারা খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে; লিসবনে শেষ আটের ম্যাচে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ সেরি আর দল আতালান্তা।

অ্যাস্টন ভিলার মাঠে আর্সেনালের হার

সঙ্গী ছিল সবশেষ লিগে ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস। ম্যানচেস্টার সিটিকে উড়িয়ে এফএ কাপের ফাইনালের ওঠার তৃপ্তিও। কিন্তু গত দুই ম্যাচের দাপুটে পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি আর্সেনাল করতে পারেনি অ্যাস্টন ভিলার মাঠে। লিগের নিচের দিকে দলটির আঙিনা থেকে হেরে ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। গত সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের দেখায় এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল তারা।এই হারে ৩৭ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে নেমে গেছে আর্সেনাল। নবম জয়ের স্বাদ পাওয়া অ্যাস্টন ভিলা ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে ১৭তম স্থানে।আগের দুই ম্যাচে লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-১ এবং এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আর্সেনাল।দুই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামা দলটি বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধে লক্ষ্য রাখতে পারেনি কোনো শট।টানা ছয় লিগ ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হারের তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে নামা অ্যাস্টন ভিলা ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায়। টাইরন মিঙ্গসের কর্নার থেকে ডি-বক্সে অরক্ষিত ত্রেজেগে ডান পায়ের জোরালো ভলিতে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা কিছুটা গতি পায়। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুযোগ হারাতে থাকে তারা। ৫৪তম মিনিটে সতীর্থের ক্রস এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ছোট ডি-বক্সে পেয়ে যান পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। কিন্তু ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি লিগে ২০ গোল করা এই ফরোয়ার্ড।৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের সুর্বণ সুযোগ নষ্ট হয় অ্যাস্টন ভিলার। বাঁ দিক দিয়ে ডি বক্সে ঢুকে কেইনান ডেভিস গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন। কিন্তু বদলি নামা এই খেলোয়াড়ের শট দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।পরক্ষণেই ভাগ্যের ফেরে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আর্সেনালে। কর্নারে এডি এনকেটিয়াহর হেড পোস্টে লেগে ফেরার পর গ্লাভসবন্দী করেন পেপে রেইনা। এরপর আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারা আর্সেনাল দশম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে।মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে রাহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে ওয়াটফোর্ডের মাঠ থেকে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফেরা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

সেরা প্রতিপক্ষ জিদান-মেসি, সতীর্থ সুয়ারেস: জেরার্ড

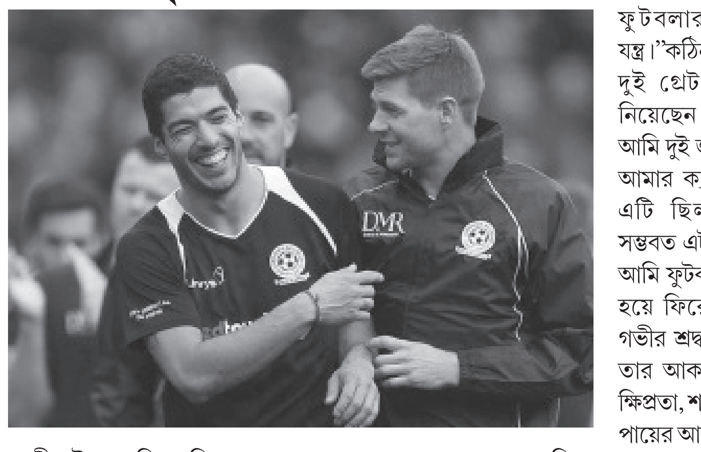

প্রায় দুই দশকের লম্বা ক্যারিয়ারে অনেক তারকা ফুটবলারদের পেয়েছেন সতীর্থ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে। তাদের মধ্য থেকে প্রিয় সতীর্থ হিসেবে বর্তমানে বার্সেলোনায় খেলা লুইস সুয়ারেসকে বেছে নিয়েছেন স্টিভেন জেরার্ড। আর কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে সাবেক ইংল্যান্ড ও লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নিলেন দুইজনকে-ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে জিনেদিন জিদান, পরে লিওনেল মেসি।১৯ বছেরেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে ৮৫০টির বেশি ম্যাচ খেলা জেরার্ড ২০১৬ সালে যান অবসরে। ক্লাব ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন লিভারপুলে। দলটির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, এফএ কাপ ও লিগ কাপ। অধরা রয়ে যায় লিগ শিরোপা।সেই শূন্যতা এখনও কাঁদায় ৪০ বছর বয়সী এই ক্লাব কিংবদন্তিকে। ৩০ বছরের অপেক্ষা শেষে এবার লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের ব্যাপারটি তাই জেরার্ডকে দিচ্ছে মিশ্র অনুভূতি।

সম্প্রতি বিবিসির সঙ্গে ক্যারিয়ারের এমন অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেন জেরার্ড। সেখানেই তার কাছে জানতে চাওয়া হয় প্রিয় সতীর্থের ব্যাপারে। সাবেক লিভারপুল অধিনায়ক বেছে নেন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার সুয়ারেসকে। “লিভারপুলের লুইস সুয়ারেস। আমি মনে করি না যে, আপনি এতে অবাক হবেন। একেবারে অসাধারণ এক ফুটবলার। সে স্রেফ একটা যন্ত্র।”কঠিনতম প্রতিপক্ষ হিসেবে দুই গ্রেট ফুটবলারকে বেছে নিয়েছেন জেরার্ড।“এই জায়গায় আমি দুই জনকে বেছে নিতে চাই। আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এটি ছিল জিনেদিন জিদান। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথমবার যখন আমি ফুটবল মাঠ থেকে হতবিহ্বল হয়ে ফিরেছিলাম। কারোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। এর কারণ তার আকার, শারীরিক সক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, শক্তি, সামর্থ্য, দক্ষতা, তার পায়ের আকার এবং বল নিয়ে তিনি যে কারিকুরি করছিলেন।”““আরেকজন নিশ্চিতভাবেই লিওনেল মেসি। সে ব্যতিক্রমী এক ফুটবলার। আমাদের সবার থেকে সে আলাদা, ভিন্ন গ্রহের। আমার কাছে সে আধুনিক সময়ের দিয়েগো মারাদোনা।”

স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে সিটির বড় জয়

প্রথমার্ধে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ম্যানচেস্টার সিটি বিরতির পর জালের দেখা পেল আরও দুবার। ওয়াটফোর্ডকে ফের গোল বন্যায় ভাসিয়ে লিগে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা। জোড়া গোল করেন রাহিম স্টার্লিং। অন্য দুই গোলদাতা ফিল ফোডেন ও এমেরিক লাপোর্তে।লিগে প্রথম পর্বে গত সেপ্টেম্বরে নিজেদের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৮-০ গোলে জিতেছিল সিটি।ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে ১২ গোল করে প্রিমিয়ার লিগে এক আসরে কোনো দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছে সিটি। ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ও ২০০৯-১০ মৌসুমে উইগান অ্যাথলেটিকের বিপক্ষে টটেনহ্যাম হটস্পার ১২ গোল পেয়েছিল। আর্সেনালের বিপক্ষে হেরে এফএ কাপের সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়া ম্যাচ থেকে চারটি পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নামে সিটি।একাদশ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো তারা। ডি-বক্সের বাইরে থেকে রদ্রি এরনান্দেসের জোরালো শট লাফিয়ে উঠে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ওয়াটফোর্ড গোলরক্ষক বেন ফস্টার।৩১তম মিনিটে সফরকারীদের এগিয়ে নেন স্টার্লিং। কাইল ওয়াকারের ক্রস ডি-বক্সের ভেতর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো শটে বাঁ পোস্টের ওপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন এই ইংলিশ মিডফিল্ডার। গোলরক্ষক নড়ার সুযোগ পাননি।আট মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন স্টার্লিং। তার স্পট কিক গোলরক্ষক এক হাতে ফেরানোর পর ফিরতি বল ফাঁকা জালে পাঠান তিনি। ডি-বক্সের ভেতর স্টার্লিংই ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।বিরতির পরও আক্রমণে আধিপত্য ধরে রাখে সিটি। ৬৩তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ফোডেন। ডি-বক্সের ভেতর থেকে স্টার্লিংয়ের শট গোলরক্ষক ফেরানোর পর বল ফাঁকা জালে পাঠান এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।দুই মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ান লাপোর্তে। কেভিন ডে ব্রুইনের ফ্রি কিক থেকে হেডে গোলটি করেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান ধরে রেখে মাঠ ছাড়ে গুয়ার্দিওলার দল।

ম্যাথুস বললেন শ্রীলঙ্কা কেন হেরেছিল

শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগের দাবি, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালটি বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ভারত---শ্রীলঙ্কার সে ম্যাচটি হয়েছিল পাতানো। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস বলছেন অন্য কথা।২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগে। তাঁর দাবি, সেবারের বিশ্বকাপটি ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

ভারতের কাছে হেরে যাওয়া ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালটি ছিল পাতানো!এমন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ দিতে বলেছিলেন সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। আর সেই সময়ের নির্বাচক শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা বলেছিলেন, শচীন টেন্ডুলকারের মান রক্ষার স্বার্থেই এই অভিযোগের তদন্ত করা উচিত। ২০১১ সালে ক্যারিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শ্রীলঙ্কার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরুও করেছে।তবে ২০১১ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা কেন আর কীভাবে হেরেছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ফাইনালে না খেললেও শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। ইউটিউব চ্যাট শো ‘ক্রিকেট আনপ্লাগডে’ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘ওটা ছিল আমার প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০০৯ ও ২০১০ সালে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছি। সেদিক থেকে ২০১১ বিশ্বকাপ আমার কাছে ছিল বিশেষ কিছু। ফাইনালে ওঠার পথে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। সেমিফাইনাল জয়ের পর ফাইনালে খেলার জন্য উন্মুখ ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি চোট পাওয়ার কারণে খেলতে পারিনি।’পেস বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাথুস খেলতে না পারলেও সেই ম্যাচে তিনজন পেসার খেলিয়েছে শ্রীলঙ্কা। লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে পেস আক্রমণে ছিলেন নুয়ান কুলাসেকারা ও পেস থিসারা পেরেরা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। মাহেলা জয়াবর্ধনের সেঞ্চুরিতে (৮৮ বলে ১০৩*) ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান তোলে তারা। রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে শিরোপা জিতে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।৩১ রানে ভারতের ২ উইকেট তুলে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু গৌতম গম্ভীর (৯৭) ও বিরাট কোহলি (৩৫) ভালো একটি জুটি গড়ে বিপদ বাড়তে দেননি। পরে অধিনায়ক ধোনির অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে ম্যাচ জেতে ভারত। শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রী যা—ই বলুন না কেন, ফাইনালে হার নিয়ে ম্যাথুসের আক্ষেপটা ভিন্ন, ‘আমরা ২০ থেকে ৩০ রান কম করেছি। আমাদেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গৌতম ও বিরাট ভালো ব্যাটিং করেছে। এরপর এমএস ধোনি বাকি কাজ শেষ করেছে। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত এক ম্যাচই ছিল।’

পৃথ্বী শ-এর নেট ব্যাটিং-এ মুগ্ধ দিল্লির কোচ রিকি পন্টিং

দুবাই, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আর মাত্র কয়েক দিন পরেই মরু শহরে শুরু হচ্ছে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ। ছ’দিনের কোয়ারেন্টাইনে থেকে বেরিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়েছে প্রতিটি দলই। দিল্লি ক্যাপিটালসের ওপেনার পৃথ্বী শ-এর নেটে ব্যাটিং প্রশংসা কুড়িয়ে নিল কোচ তথা প্রাক্তন অজি অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের।

শনিবার নেটে প্রশিক্ষণ অধিবেশন চলাকালীন পৃথ্বীর এক শ্রুতিমধুর শটে মোহিত হন দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ পন্টিংরে। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান কোচ রিকি পন্টিংয়ের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছেন তরুণ এই ব্যাটসম্যান। একজন পেসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পন্টিং পৃথ্বী-র উপর গভীরভাবে নজর রাখছিলেন।

Ref:- Belonia P.S. GDE No.11 dated 24/08/2020.

পাশের ছবিটি শ্রী গোপাল চক্রবর্তী যার আনুমানিক বয়স-৫৬ বৎসর, পিতা - মৃত যানকিনাথ চক্রবর্তী, সাং - নেতাজি পল্লী, থানা - বিলোনীয়া, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং - কালো, পরা ছিল পায়জামা ও সাদা শার্ট। গত ২৩-০৮-২০২০ (ইং) সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া ফোন নম্বর ঃ- 03823-222052, 7628007079

২) বিলোনীয়া থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- 7085598615

ICA-D/482/20

Sd/- Illegible
Superintendent of Police
South Tripura District

NOTICE INVITING ONJECTION

WHEREAS, the state government has invited applications from competent legal practitioners for appointment as notary Public for various Revenue Districts and Sub-Divisions of the state of Tripura vide Notice No.F.3(3)-Law/E-3/16/4336-54 dated 19th June, 2020, which was published in various Newspapers and in the Tripura State Portal, as well;
AND WHEREAS, pursuant to that Notice Inviting applications, the following legal practitioners have submitted their respective applications for appointment as Notary under Rule 4 of the Notaries Rules, 1956;
AND WHEREAS, the applications of the following legal practitioners were found to be complete in all in respect, by the Competent Authority;
NOW THEREFOR, general objection, if any, is hereby invited according to Rule 6(2) of the Notaries Rules, 1956 in respect to the appointment of the applicants/ legal practitioners, as Notary, which is to be submitted to the office of the undersigned in sealed cover, within **23rd September, 2020.**
The department will not be responsible for any delay in reaching the objection within the last date.

Sl. No.	Revenue District or Sub-Division	Name of applicants
1.	West Tripura District	1. Sri Bimal Deb 2. Sri Rajib Goswami 3. Sri Samarjit Bhattacharjee 4. Sri Surajit Bhattacharjee 5. Sri Nirmal Choudhury 6. Sri Basudev Chakraborty 7. Sri Loknath Datta 8. Sri Nepal Majumder 9. Sri Asim Kr. Bandyopadhyay 10. Dr. Pankaj Banik 11. Smt. Ranu Bhaumik 12. Smt. Payel Saha 13. Smt. Sananda Chakraborty

2. Any person, who submits any objection, shall have to be remain present in person, on the date and place fixed by the competent authority. No TA/DA shall be paid for this purpose.

Sd/- (Sopan Chaudhuri)
Deputy Secretary, Law
Government of Tripura

ICA-D/477/20

বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো ৯ লাখের গণ্ডি

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গোটা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেলেন ৯ লাখের গণ্ডি। অন্যদিকে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বজুড়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৬৯৫১৩০। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃত ৯০০০৭৯। সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৮৬০৬০৮৩। করোনা সব থেকে খারাপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৫৬৩১০। নিহত ১৯০, ৬৪৯। তালিকায় দুই নম্বর স্থানে রয়েছে ব্রাজিল সেখানে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২৭৪৬৪। এই তালিকায় তিন নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত।সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৩৮৯০। বিশ্বজুড়ে যে সকল দেশের মৃতের সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সেগুলি হল মেক্সিকো, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স এবং পেরু।

আম্বালার আকাশে তির বেগে ছুটে চলেছে রাফাল, মোহিত রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আম্বালার আকাশে একাধিক সামরিক কৌশলে উড়ে চলেছে রাফাল যুদ্ধবিমান। কখনো খুব নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তো কখনো সুউচ্চ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে রাফাল। ৪.৫ প্রজন্মের জেট শ্রেণীর এই যুদ্ধবিমানের গর্জনে মোহিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। গোটা অনুষ্ঠান তাড়িয়ে উপভোগ করছেন অন্যান্য সামরিক কর্তারা।আকাশপথে রাফালকে সুযোগ্য সঙ্গী দিয়েছে তেজাস এবং জাগুয়ার যুদ্ধবিমান। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং ভিন্ন উচ্চতায় রাফাল যে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেটাই এদিন পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফ্লোরেন্স পারলে।মূলত ফরাসি সরকারের উদ্যোগ এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ভারতের হাতে এসেছে। রাফালের গড়িমাকে আরো গৌরবান্বিত করতে বাজানো হয় হিন্দি দেশাত্মবোধক গান। এর আগে আম্বালার বায়ুসেনা বিমান ঘাঁটিতে এদিন সর্বধর্ম পুজোর আয়োজন করা হয়। বায়ুসেনা এবং রাফালের মঙ্গলার্থে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনার উন্মোচন করলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষি, পশু পালন এবং মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য ই-গোপালা অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন তিনি। গোটা প্রক্রিয়াটাই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হয়।এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, আজ ভারতবর্ষের একুশটি রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদা যোজনার আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হলো। আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে এতে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে। এই প্রকল্পের শুরুটা হয়েছে ১৭০০ কোটি টাকা দিয়ে।একবিংশ শতাব্দীর ভারতের মূল শক্তি নিহিত গ্রামগুলিতে।আত্মনির্ভর ভারতের শক্তি রয়েছে গ্রামগুলির মধ্যে। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের মৎস্যচাষকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার সেই লক্ষ্যেই এমন উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মহাকরণে আয়োজিত এক বৈঠকের নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা রাজ্যের সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভা আজ জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ জেলার পদস্থ আধিকারিকগণ। পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলায় খাদ্য দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন।

পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের সাথে রাজ্যেও কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে সরকার জনকল্যাণে বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। এই সমস্ত কর্মসূচির সুযোগ সুবিধা রাজ্যের সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষার আওতাধীনে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পরিবার রয়েছেন। কোভিড জনিত পরিস্থিতিতে গত এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত মাথাপিছু ৫ কেজি চাল ও ১ কেজি করে ডাল বিনামূল্যে এই সমস্ত পরিবারগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যে আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষার আওতায় থাকা পরিবারগুলিকে এই সহায়তা দেওয়া হবে। মানুষের কাছে এই সুবিধা যথাযথভাবে পৌঁচাচ্ছে কিনা সেদিকে নজরদারি রাখার জন্য জেলা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়াও বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখতেও খাদ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসন ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যালোচনা সভায় জানানো হয় উত্তর জেলায় চলতি অর্থবছরে ক'ষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধানক্রয় করা হচ্ছে। প্রতি কেজি ধান ১৮.১৫ টাকা দরে ক্রয় করছে খাদ্য দপ্তর। জেলায় চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ২৬১.৫১৯ মেট্রিকটন ধান ক'ষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, সরকার খেলধূলার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যে ১০৮টি কোচিং সেন্টার খোলা হয়েছে। আরও কোচিং সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকা থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষনে যে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তার সুফল ইতিমধ্যেই এসেছে। অনুর্ধ-১৭ বালক-বালিকা বিভাগের ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্যদল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সভায় ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের খেলাধূলার মানোন্নয়নে ভারত সরকারের কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। সভায় জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী এবং খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস আলোচনায় অংশ নেন।

চড়িলামে বিলাতি মদের কাউন্টার ভেঙে দেয় গ্রামের প্রমিলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় চড়িলাম এ বিলাতি মদের কাউন্টার ভেঙে দেয় গ্রামের প্রমিলা বাহিনীরান সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আবগারি দপ্তর থেকে মদের কাউন্টার এর টেন্ডার ডাকা হয়েছিল । তিনজন টেন্ডার জমা দিলেও উত্তর চড়িলাম এর দুলাল সাহা নামে এক যুবক সেই টেন্ডারের অনুমতি পায়। বুধবার সন্ধ্যায় চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত এবং বিদ্যালয় ঢিল ছোড়া দূরত্বে মদের কাউন্টার দেওয়ায় ভেঙে দেয় বুধবার প্রমিলা বাহিনীরা। বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিন চড়িলাম এলাকার প্রমিলা বাহিনী একত্রিত হয়ে মদের কাউন্টার এ হানা দেয়। প্রমিলা বাহিনীর আগমনে মদের কাউন্টার ফেলে চলে যায় কাউন্টারে কর্মরত ম্যানাজার। প্রমিলা বাহিনী প্রথমে গেটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পরবর্তী সময়ে মদের কাউন্টার তালা কুপিয়ে খুলেন। প্রায় দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়া এলাকার একশোর উপরে মহিলা ওই মদের কাউন্টার দা লাঠি দিয়ে ভেঙে দেয়। দক্ষিণ চড়িলাম উচ্চ বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েত থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিলাতি মদের কাউন্টার টি বসানো হয়েছে। প্রমিলা বাহিনীর দাবি ওই জায়গায় মদের কাউন্টার বসানো যাবে না। রাজ্য সরকার কর আদায়ের লক্ষ্যে চড়িলাম এ মদের কাউন্টার দিয়েছিলেন। বুধবার এই মদের কাউন্টার খোলার সাথে সাথেই সন্ধ্যায় ঘরের ভিতরে যে সমস্ত মদ ছিল সবগুলি ভেঙে চুরমার করে দেয় ।

ই সঞ্জীবনী টেলিমেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে ৩ লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদান করে রেকর্ড গড়ল

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'ই সঞ্জীবনী' টেলিমেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে ৩ লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদান করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

ই-সঞ্জীবনী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দুই ধরণের টেলি মেডিসিন পরিষেবা দেওয়া হয়। 'চিকিৎসক থেকে চিকিৎসক' এবং 'রোগী থেকে চিকিৎসক' এই দুই ধরণের টেলি পরামর্শ রয়েছে এখানে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে 'হাব অ্যান্ড স্পোক' মডেল অনুসারে প্রায় দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রে টেলি পরামর্শের সুবিধা চালু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলির সুনির্দিষ্ট মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালে এই পরিষেবা চালুরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রের দাবি, শারিরীক দূরত্ব বজায় রেখে টেলি মেডিসিন পরিষেবা চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করেছে। জটিল পরিস্থিতিতে এই পরিষেবা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক করোনা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে 'ই সঞ্জীবনী ওপিডি' ব্যবস্থাপনায় 'রোগী থেকে চিকিৎসক' টেলি মেডিসিন পরিষেবার টেলি পরামর্শের সুযোগ সুবিধা চালু করে। এখনও পর্যন্ত ২৩টি রাজ্যে ই-সঞ্জীবনী ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যগুলিতে এই ব্যবস্থাপনা দ্রুত কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন গত ৯ই আগস্ট এই প্ল্যাটর্ফমের মাধ্যমে দেড় লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদানের জন্য বৈঠকে বসেন। তার পরে ১ মাসের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। এর মধ্যে গত ২০ দিনে প্রায় এক লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২৩শে জুলাই এই প্ল্যাটফর্মে ১ লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদান করা হয়। তার ২৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৮ই আগস্টে আরও ১ লক্ষ টেলি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

তামিলনাড়ুতেই ই-সঞ্জীবনী ওপিডি অ্যাপের মাধ্যমে ৯৭,২০৪ জন এই সুবিধা পেয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে ৬৫,১৭৩ জন এই পরিষেবার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রতিদিন সঞ্জীবনী প্ল্যাটফর্মের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের চাহিদার কথা মাথায় রেখে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও সহযোগী হাসপাতাল, বিবিনগর এইমস, ঋষিকেশ এইমসে ই-সঞ্জীবনী ওপিডি পরিষেবা যুক্ত করা হয়েছে। দিল্লিতে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারী স্বাস্থ্য প্রকল্প (সিজিএইচএস)-এর আওতায় ই-সঞ্জীবনী ওপিডি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সিজিএইচএস-এর আওতায় ই-সঞ্জীবনী ওপিডি-র মাধ্যমে কান-নাক-গলা,চোখ, মেডিসিন এবংঅর্থপেডিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

গ্রাম হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারতের স্তম্ভ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আত্মনির্ভর ভারতের স্তম্ভ হয়ে উঠবে গ্রামগুলি বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরে গ্রামগুলির সমৃদ্ধি এবং শক্তি দুটোই বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এদিন যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাতে করে গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য স্তম্ভে পরিণত করা হবে।এই শতাব্দীর চাহিদাই হচ্ছে নীল বিপ্লব। অর্থাৎ মৎস্য চাষ। সাদা বিপ্লব অর্থাৎ দুগ্ধ উৎপাদন। মিষ্টি বিপ্লব অর্থাৎ মধু তৈরি করা।এতে করে গ্রামগুলির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। এই সকল প্রকল্পের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পৃথক দুই স্থানে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর।। যান দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার দু-দুটি জায়গায় পৃথক পৃথক যান দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট এলাকা থেকে একটি অটো গাড়িতে করে তেলিয়ামুড়ায় আসার পথে শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা লিটন পাল দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। লিটন যে অটোতে করে তেলিয়ামুড়া আসছিল সে অটো গাড়িটি চাকমা ঘাট এলাকায় উল্টে যায়। এতে লিটন গুরুতরভাবে আহত হয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকার স্থানীয় লোকজন লিটন কে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

অপরদিকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুসিন্দ্রাইবাড়ি এলাকায় চালের গোডাউন এ দাঁড়িয়ে থাকা একটি টিআর০১জি১৯১১ নম্বরের দূরপাল্লার চাল বোঝাই গাড়ি হঠাৎ করেই পেছনে ঢালু জায়গার দিকে যেতে থাকে। এতে করে ওই চালের গোডাইনের পেছনে থাকা অভিজিৎ দাসের বাড়ির টিনের বেড়া ভেঙে বাড়ির উঠানের মধ্যে গাড়িটি উল্টে যায়। যদিও উক্ত ঘটনায় কোন আহত হওয়ার খবর নেই।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতের নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৯৫৭৩৫

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৯৫৭৩৫। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে মৃত্যু ১১৭২ জনের। ফলে ভারতের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৬৫৮৪৬। এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯১৯০১৮। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩৪৭১৭৮৪।করোনায় গোটা দেশের সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৫০৬২।ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর সারাদিন ১১২৯৭৫৬ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সব মিলিয়ে ৫২৯৩৪৪৩৩। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে।

করিমগঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যামের বিরুদ্ধে সরকারি জমি জবরদখলের অভিযোগ, প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনে যাবেন কালিগঞ্জের মানুষ

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পোয়ামারা-কালিগঞ্জ পূর্ত সড়কের জমি জবরদখল করে অবৈধ ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ১ নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। সাংসদ থাকাকালীন তাঁর কার্যকলাপ ও বিভিন্ন মন্তব্যের কারণে সর্বদা বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন রাধেশ্যাম বিশ্বাস। এবার এক নতুন বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। পোয়ামারা-কালিগঞ্জ পূর্ত সড়ক সংলগ্ন স্থানে রয়েছে প্রাক্তন সাংসদের ইটভাটা। আর ইটভাটার সামনে পূর্ত সড়কের জমি জবরদখল করে অবৈধভাবে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি।

একই ভাবে প্রাক্তন সাংসদের কামারগ্রামে অবস্থিত পৈতৃক বাড়ির সামনেই পোয়ামারা-কালিগঞ্জ পূর্ত সড়ক লাগোয়া বিশাল আকারের মাছ চাষের পুকুর। এই পুকুরের তিনটি পার থাকলেও নেই পশ্চিমদিকের পার। তাই পূর্ত সড়কের জমি দখল করে দীর্ঘদিন থেকে পুকুরের পার হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন তিনি। পূর্ত সড়কের জমি দখল করে পুকুরের পশ্চিম পার গড়ে তোলার দরুন সামান্য বৃষ্টিতেই পোয়ামারা-কালিগঞ্জ পূর্ত সড়কের উপর জল জমে যায়। পুকুরের পার নির্মাণ করার আগে রাস্তার ওপর বৃষ্টির জল জমা হত না বলে জানান স্থানীয়রা। কিন্তু যখন থেকে পুকুরের পার গড়ে তোলা হয়েছে, তখন থেকে বৃষ্টি হলেই রাস্তার ওপর জল জমা হয়ে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এই জল দীর্ঘ দিন জমা থাকার ফলে সড়কের এই অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, যদি একজন জনপ্রতিনিধি সরকারি জায়গা দখল করতে পারেন, তা হলে আমজনতা কী করবে? প্রশ্ন তুলে ভুক্তভোগী এলাকাবাসী আরও বলেন, কালিগঞ্জ বাজারে সরকারি জমির ওপর ফুটপাথে দোকান খোলে কোনও মতে নিজেদের পরিবারের খাবার জোগাড় করতেন এলাকার শতাধিক লোক।

কিন্তু প্রশাসনের নির্দেশে কালিগঞ্জ বাজারের ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই ব্যবসায়ীরা করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাস পূর্ত সড়কের ওপর অবৈধ ভাবে ঘর নির্মাণ কী ভাবে করলেন? প্রাক্তন সাংসদের অবৈধ জবরদখলের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন নীরব কেন? সব দোষ কি শুধু সমাজের নিচুতলার জনগণের জন্য?

তাঁরা বলেন, কালিগঞ্জ বাজারে সড়কের পাশে বসে তাঁরা অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করে কোনওরকমে পরিবার প্রতিপালন করছিলেন। সেটা সহ্য হয়নি জেলা প্রশাসনের। অথচ প্রাক্তন সাংসদ সরকারি জমির ওপর পাকা ঘর নির্মাণ করেও বহাল তবিয়তে আছেন। প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাসের অবৈধ নির্মাণ অতি সত্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে না দিলে, স্থানীয় এলাকাবাসী সহ কালিগঞ্জ বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ দিন ধরেই হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসতেন। ভালাবাসতের হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন পূজা পার্বণও। তাইতো অবশেষে এক বছর প্রতীক্ষার পর হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেন এক নব মুসলিম মহিলা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং সংঘের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়ার খাসিয়া মঙ্গল স্থিত লেম্বু ছড়ায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্নত আক্তার। উনার বর্তমান নাম রিমা দেব স্বামী বিশাল দেব। ১ বছর আগে জান্নাথ আক্তার হিন্দু ধর্ম কে ভালবেসে বিশাল দেবকে বিবাহ করেছিলেন। তখন জান্নাত এর ১৮ বছড পূর্ণ হয়নি। এমনটাই অভিযোগ। আজ ১৮ বছর পেরিয়ে জান্নাত নিজ ধর্মকে ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মের স্বামীকে গ্রহণ করে জান্নাত থেকে রিমা এ পরিণত হলো।

বনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী উত্তর চরিলাম নেতাজি প্যাকস এবং দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাক্স এর সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। একপ্রকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে উত্তর চড়িলাম নেতাজি পেক্স এবং দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাকস এর প্রার্থীরা। গত ২রা সেপ্টেম্বর ছিল উত্তর চড়িলাম নেতাজি পেক্স এ নমিনেশন সাবমিট করার শেষ তারিখ। ৫ জন প্রার্থী নমিনেশন দাখিল করেছে। আর কেউ নমিনেশন সাবমিট করেনি। উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাক্স এ ১০০০ সদস্য রয়েছে। এই ১০০০ জন সদস্য সদস্যদের মধ্যে থেকেই পাঁচজন নমিনেশন সাবমিট করেছে। স্বভাবতই এই পাঁচজনের জয়ী হতে চলেছেন। এই পাঁচজন ঐ শাসক দলের। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন সভাপতি হবে একজন সহ-সভাপতি বাদ বাকি তিনজন সদস্য থাকবে। এই তিনজন সদস্যের মধ্যে ২ জন সদস্য মহিলা হতে হবে। দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাক্স এ গত ৩রা সেপ্টেম্বর ছিল নমিনেশন সাবমিট করার শেষ দিন। পাঁচজন নমিনেশন সাবমিট করেছে। জনকল্যাণ প্যাক্স এ ৭০০ সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে পাঁচজন নমিনেশন সাবমিট করেছে। পাঁচজনই শাসক দলের। অন্য কেউ নমিনেশন সাবমিট করে নি। স্বভাবতই দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাক্সে ও এই ৫ জন জয়ী হতে চলেছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। চড়িলাম সমবায় পরিদর্শক অফিস থেকে জানা যায় আগামী ১৪ ই সেপ্টেম্বর উত্তর চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাকসে জেনারেল বডির মিটিংয়ে এ ৫ জনকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে সরকারি তরফে। এবং আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাকসে জেনারেল বডির মিটিংয়ে এই পাঁচ জনকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে সরকারি তরফে। এই পাঁচজনের মধ্য থেকেই দুটি প্যাক্সেই সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করা হবে। উল্লেখ্য চড়িলাম সমবায় পরিদর্শক অফিসের অধীনে ৬ টি প্যাকস এবং দুইটি লেমস রয়েছে। এরমধ্যে নির্বাচনের সময় হয়েছে উত্তর চড়িলাম নেতাজি প্যাকস এবং দক্ষিণ চড়িলাম জনকল্যাণ প্যাক্স। বিগত পাঁচ বছর পূর্বেও এই দুটি পেকস এর নির্বাচনকে ঘিরে চড়িলাম এ সাজু সাজু রব ছিল। মনে হয়েছিল যেন চড়িলাম বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে। প্যাক্স নির্বাচনকে বামেরা এমন গুরুত্ব দিয়েছিল। যা দেখে হতবাক ছিল গোটা চড়িলাম এর মানুষ। আর পাঁচ বছর বাদে এই দুটি পেকস এর নির্বাচন কবে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে কবে নমিনেশন সাবমিট শেষ খবর রাখিনি বিরোধীরা।এক কথায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে নেতাজি প্যাক এবং জনকল্যাণ পেকস এর প্রার্থীরা এমনটাই জানা গিয়েছে চড়িলাম সমবায় পরিদর্শক অফিস সূত্রে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ স্বরোজগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকায়টওস্কটছক্কজ তে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং হ্যান্ডওভার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। তাছাড়া ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক উদয়ন সিনহা, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী, জেনারেল ম্যানেজার মনি প্রসাদ হাজরা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার উত্তম কুমার সাহা এবং প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। উপ- মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ফলক উন্মোচিত হয়। এছাড়া ত্রিপাক্ষিক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং হ্যান্ড ওভার এর ব্যাপারে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিরেক্টর অজয় চক্রবর্তী উক্ত অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

জম্মু-কাশ্মীরে আইইডি বিস্ফোরক উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতীয় বায়ুসেনায় রাফাল সংযুক্তিকরণ এর দিনেই জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা আইডি বিস্ফোরক উদ্ধার করল টহলরত নিরাপত্তা বাহিনী। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বড় ধরনের নাশকতার ছক নিয়েছিল জঙ্গীরা। সেই লক্ষ্যেই আইডি তারা পুঁতে রেখেছিল।জঙ্গিদের সেই নাশকতার ছক বানচাল করল নিরাপত্তা বাহিনী। বিস্ফোরকটিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।